জাগদীশ অক্ষর-বিজ্ঞান।

ORIGIN OF LETTERS:
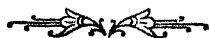
আর্য্যধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক স্বসম্প্রদায়-প্রবর্দ্ধক রাজকল্প

শ্রীমৎশরচ্চন্দ্রসিংহমহানুভবের

বিষয়ধুরন্ধর

বেদাধ্যায়ি-বাচস্পত্যুপাধিক শ্রীহিরণ্ময় মুখোপাধ্যায়

এবং তৎপুত্র

তর্কালঙ্কারোপাধিক ৺জগদীশ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রণীত।

বেলগাছিয়া ভিলা হইতে

বিদ্যাবিশারদোপাধিক শ্রীতেজোময় মুখোপাধ্যায় দ্বারা

প্রকাশিত।

১৩১৮।

 [মূল ২৲ টাকা।

অধ্যায়ানুসারে সূচি।

প্রথমাধ্যায়।

দ্বিতীয়াধ্যায়।

তৃতীয়াধ্যায়।

চতুর্থাধ্যায়।

পঞ্চমাধ্যায়।

জাগদীশ অক্ষর-বিজ্ঞান।

প্রথমাধ্যায়।

অক্ষর-নিরুক্তি— দেবাক্ষর—বেদশব্দ—আর্য্যজাতি—
আর্য্যশব্দের নিরুক্তি—ঋ্রাধাতু।

অক্ষর শব্দের অর্থ যাহার ক্ষরণ হয় না অর্থাৎ ক খ ইত্যাদি বর্ণের বিচ্যুতি হয় না। সকল অবস্থাতেই এক-রূপ থাকে। এজন্য উহাদের অক্ষর সংজ্ঞা। অথবা কত্ব এই জাতি স্বীকার করিলেও উহার ক্ষরণ হয় না। এ পক্ষেও উহা নিত্য। কিম্বা শব্দ নিত্য উচ্চারণ কালে আবির্ভূত হয় ও অনুচ্চারণ কালে আকাশে লীন থাকে যথা অ উচ্চারণ কালে আবির্ভাব হয় এবং পরক্ষণেই তাহার নাশ হয়। পুনশ্চ উচ্চারণ করিলে পুনরাবির্ভাব হয়। তাহা হইলে অকারের নাশ হয় না কিন্তু অখণ্ড-রূপে আকাশে লীন থাকে। এ পক্ষেও অক্ষর নিত্য।

শব্দ দুই প্রকার বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক। ধ্বন্যাত্মক

শব্দ সম্বন্ধে এস্থলে কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। বর্ণাত্মক শব্দ বর্ণাত্মক অক্ষরের বীজস্বরূপ। পরমেশ্বর যেমন পরমাণুরূপ সূক্ষ্ম বীজ হইতে পঞ্চ মহাভূত সৃষ্টি করিয়াছেন তাদৃশ তিনি অক্ষররূপ বীজ হইতে সৃষ্ট পদার্থের বাচক বর্ণাত্মক শব্দরাশি সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার পঞ্চ মহাভূত হইতে পরমেশ্বর যাদৃশ অনন্ত ও বিচিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন তাদৃশ সৃষ্ট পদার্থবাচক অনন্ত ও বিচিত্র শব্দ সৃষ্টি করিয়াছেন। বাচ্য পদার্থ অনন্ত ও বিচিত্র হইলে তদ্‌বাচকও অনন্ত ও বিচিত্র হইবে। শব্দ সৃষ্টি ও পদার্থ সৃষ্টির প্রণালী একরূপ। পাণিনীয়াদি শব্দ শাস্ত্র পাঠ করিলে এ উভয় সৃষ্টি-প্রণালী যে একরূপ তাহা কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কিন্তু অন্য কোন ভাষার ব্যাকরণাদি পাঠ করিলে ইহার কিছুমাত্র অনুভব করা যায় না কারণ তাহারা সাঙ্কেতিক।

প্রথমতঃ বর্ণাত্মক শব্দ তৎপরে তাহার দ্যোতক অর্থাৎ চিহ্নস্বরূপ বর্ণাত্মক অক্ষরের উৎপত্তি। প্রথম শব্দ বেদশব্দ ও প্রথম বর্ণাত্মক অক্ষর দেবাক্ষর। কেহ কেহ বলিতে পারেন আমাদের এই কথা সাহস। কারণ জাতি বিশেষে পৃথক অক্ষর ও পৃথক শব্দ।

যে জাতির যে অক্ষর ও যে শব্দ তাহাই তাহাদের প্রথমোৎপন্ন। তাহা হইলে দেবাক্ষর ও বেদশব্দ সকল জাতির প্রথমোৎপন্ন অক্ষর ও শব্দ হইতে পারেনা। কিন্তু আমরা এইটী প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিব যে আর্য্যজাতিই আদিম এবং দেবাক্ষর ও বেদশব্দই আদিম। পুরাকালে এই আর্য্য-জাতি পৃথিবীর নানা স্থানে গমন করিয়া সেই সেই দেশে বাস করিয়া সেই সেই জাতিত্ব প্রাপ্ত হ'ন এবং দেবাক্ষর ও বেদশব্দ সাঙ্কেতিক ও অপভ্রংশরূপে ব্যবহার করেন। ইহাতেই সেই সেই জাতির অক্ষর ও শব্দ সৃষ্ট হয়। উহা তাহাদের পক্ষে প্রথম সৃষ্ট বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আদিম নহে। যদি এটী প্রতিপন্ন না হয় তাহা হইলে আমাদের এই কথা যে সাহস তাহা আমরা অবশ্যই স্বীকার করিব। আমাদিগের এ সম্বন্ধে কোন পক্ষপাতিত্ব নাই কিম্বা প্রকৃত বিষয়কে অপ্রকৃত করা অথবা অপ্রকৃত বিষয়কে প্রকৃত করার বিন্দুমাত্রও বৃত্তি নাই। প্রমাণদ্বারা যে বিষয় যেরূপ প্রতীয়মান হইবে আমরা তদনুসারেই বলিব।

আর্য্য-জাতি বুঝিতে কেবল ব্রাহ্মণবর্ণ বুঝিতে হইবে। অন্য বর্ণ নহে কিম্বা আর্য্য শব্দের বৈদেশিক

সুধীগণ যে রূপ অর্থ করেন তাহাও নহে। তবে গৌণ অর্থাৎ একদেশ সাম্যার্থে আর্য্য এই শব্দে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দুই বর্ণকেও বুঝাইবে এবং ঐ অর্থে কোন ব্যক্তি বিশেষকেও বুঝাইবে। এখানে একদেশ সাম্যার্থ শ্রেষ্ঠত্ব। শব্দশাস্ত্রে যে অর্থে যে শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে সেই শব্দ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য অন্যথা উহা মিথ্যা প্রযুক্ত হয় ও তদর্থের বাচক হয়না সুতরাং অগ্রাহ্য হয়। মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ পাং শিং ঋ গতৌ এই ধাতুতে ণ্যৎ প্রত্যয় করিলে আর্য্য শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ইহার অর্থ ব্রাহ্মণ। আর্য্যো ব্রাহ্মণঃ সিং কৌং। এই ধাতুতে যৎপ্রত্যয় করিলে অর্য্য শব্দ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ বৈশ্য ও স্বামী। অর্য্যঃ স্বামি বৈশ্যয়োঃ সিং কৌং। এই অর্থ ত্যাগ করিয়া ভিন্নার্থে এই শব্দ ব্যবহার করিলে উহা মিথ্যা প্রযুক্ত হইবে এবং তদর্থ বোধ করাইবে না। যেমন রাম শব্দ উচ্চারণ করিলে তন্নামক ব্যক্তিকে বুঝাইবে কিন্তু এই রাম নামক ব্যক্তিকে কেহ যদি শ্যাম বলিয়া সম্বোধন করে তাহা হইলে রাম উত্তর করিবে না। কারণ ঐ শব্দ তাহার বাচক নহে। সুতরাং রামার্থে শ্যাম শব্দ মিথ্যা প্রযুক্ত। শব্দশাস্ত্রের অর্থ ভিন্নও কতকগুলি শব্দের পারি-

ভাষিক অর্থ আছে। এই পারিভাষিক অর্থ একপ্রকার গৌণার্থ। শব্দশাস্ত্রের অনুগত হইয়া এই গৌণার্থ বাচ্য-পদার্থের অবস্থা বা গুণের পরিচায়ক হয়। আর্য্য শব্দের একটী পরিভাষাও আছে। যথা—

কর্ত্তব্য মাচরং স্তিষ্ঠন্ন কর্ত্তব্যমনাচরন্।
তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে স বা আর্য্য ইতি স্মৃতঃ ॥

এই পরিভাষা আর্য্যের গুণের পরিচায়ক। কিরূপ হইলে আর্য্য হয় ইহাই গুণ।

পাশ্চাত্য সুধীগণ ও তাহাদের অনুসরণকারী এ দেশের কোন কোন মহানুভব এই আর্য্য শব্দটী যে রূপে সিদ্ধি করিয়াছেন তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয়। তাহাদের এই সাধন শব্দশাস্ত্রের বহির্ভূত ও নিজের কল্পনা-প্রসূত সুতরাং মিথ্যা প্রযুক্ত ও হেয়। তাহারা বলেন Ar আর্ ধাতু হইতে আর্য্যশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। আর্ ধাতুর অর্থ চাষ করা। তাহা হইলে ঐ শব্দের এই অর্থ পর্য্যবসান হয় যে পুরাকালে যাহারা চাষ করিতেন তাহারাই আর্য্য এবং যাহারা চাষ করিতেন না তাহারাই অনার্য্য। প্রথমতঃ আর্ বলিয়া কোন ধাতু ধাতুপাঠে নাই। ঋ ধাতুকে বিকৃত করিয়া আর পাঠ করা হইয়াছে। ঋ ধাতুর অর্থ গতি কিন্তু আর ধাতুর অর্থ

চাষ করা হইয়াছে। তাহা হইলে ধাতু ও তাহার অর্থ উভয়ই বিকৃত করা হইল। তাহারা এই বিকৃত আর ধাতুর সহিত গ্রীক্ ধাতু **Arao** এরয়ো ও লাটিন্ ধাতু **Aro** এরোর সহিত শব্দও অর্থগত সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। ঐ দুই ধাতুর অর্থও চাষ করা। কিন্তু এই সাদৃশ্য ভুল। গ্রীক্ ধাতু এরয়ো হইতে লাটিন্ ধাতু এরো নিষ্পন্ন হইয়াছে। এরয়ো আবার মূল ধাতু নহে। উহা নাম ধাতু। মূল শব্দ **Era** এরা অর্থ পৃথিবী। উহা হইতে এরয়ো ধাতু হইয়াছে এবং চাষ করা অর্থও বুঝাইয়াছে। এরা শব্দ সংস্কৃত ইরা শব্দ হইতে হইয়াছে। ইহার অর্থ পৃথিবী। সংস্কৃত ইরা তাহা হইতে গ্রীক্ এরা, লাটীন্ **Tera** তেরা প্রাচীন ইংরাজী **Eorthe** ইয়র্থি নব্য ইংরাজী **Earth** আর্থ এবং জারমাণীয় **Erde** এর্দে হিব্রু এরেছ্ আরবী আর্জ্ ও জেরাৎ এই সকল শব্দই পৃথিবী বাচক এবং উহার মূল সংস্কৃত ইরা শব্দ। উহা ক্রমশঃ ভাষান্তরিত হওয়াতে বিকৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ গ্রীক্ ভাষায় উহার আকৃতিগত বিকৃতি হয় নাই উচ্চারণগত বৈষম্য হইয়াছে অর্থাৎ ইরা স্থানে এরা হইয়াছে। লাটীন্ ভাষায় একটী তকারের আগম হইয়াছে। অন্যান্য ভাষায় আগম প্রত্যয় ও অক্ষরের

বিপর্য্যাস হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত ভাষায় ইরা শব্দের স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। এখন ইহা প্রতিপন্ন হইল যে সংস্কৃত ইরা শব্দ হইতে গ্রীক্ এরা এবং তাহা হইতে এরয়ো ও এরো ধাতু হইয়াছে। ঋ ধাতুর বিকৃতি আর ধাতুর সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই।

কেহ কেহ বলেন যে আর্য্য শব্দটী প্রথমতঃ জাতি-বাচক শব্দ ছিল কিন্তু পরে জাতিবাচক অর্থ লোপ হইয়া এখন কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণকে বুঝাইতেছে। কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যে আর্য্য শব্দের জাতিবাচক অর্থ লোপ হইলেও পারস্য তুরস্কের স্থান বিশেষ গ্রীক্ ও জারমাণী দেশে উহা জাতিবাচক অর্থেই ব্যবহৃত হইত অর্থাৎ তাহারা আপনাদিগকে Arioi (এরিয়য়) আর্য্য বলিত। এই কথার অর্থ আমরা কিছু-মাত্র বুঝিতে পারিলাম না। অন্যান্য ভাষায় শব্দের অর্থ কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হয় কিন্তু সংস্কৃতে তাহা হয় না। ধাতু ও প্রত্যয়ে যে শব্দের যে অর্থ নিষ্পন্ন হয় তাহা চিরকালই এক থাকে। তাহার কোন রূপ বৈপরিত্য হওয়ার সম্ভব নাই। আর্য্য শব্দের মুখ্যার্থ ব্রাহ্মণ গৌণার্থ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। এই অর্থ চিরকালই এক থাকিবে। জাতির লক্ষণ এই নিত্যত্বে সতি অনেক সমবেতত্বং

সিংমুক্তাং। নিত্য হইয়া অনেক সমবেত হইলে তাহাকে জাতি কহে। আর্য্যত্ব অর্থাৎ আর্য্যজাতি এই শব্দে বহু ব্রাহ্মণ কিম্বা বহু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বুঝাইবে ইহা ভিন্ন অন্য কোন বর্ণ বুঝাইবে না। এই অর্থে এই শব্দ পূর্ব্বেও ব্যবহৃত হইয়াছে এখনও ব্যবহৃত হইতেছে এবং পরেও ব্যবহৃত হইবে। তাহা হইলে ইহার লোপ হইল কি তাহা আমাদের বুঝিবার শক্তি নাই। ফলিতার্থে সংস্কৃত যাহাদের মাতৃভাষা নহে এবং টোলে যে ভাবে পড়া হয় সেই ভাবে যাহাদের পড়া নাই তাহাদের পক্ষে সংস্কৃতশব্দার্থের নিষ্পত্তির প্রয়াস আমাদের মতে সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

কেবল আর্য্যশব্দের নিষ্পত্তি যে ভ্রমাত্মক তাহা নহে। অন্য শব্দেও ঐ প্রকার ভুল আছে। এই সকল বিষয় শব্দোৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলার ইচ্ছা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আর একটী শব্দের উল্লেখ করা যাইতেছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে গ্রীক্ Aroma এরোমা শব্দ ঘ্রা ধাতু হইতে উৎপন্ন। এরোমা শব্দের অর্থ তীব্রগন্ধ। ঘ্রা ধাতুর অর্থ গন্ধগ্রহণ। শব্দগত সাদৃশ্য আ এবং র ও অর্থগত সাদৃশ্য গন্ধ। এই সাদৃশ্য হেতুকই তাহাদের ঐরূপ অনুমান। কিন্তু এটী আমাদিগের মতে

ভুল। **Aroma** শব্দ **Ari** এরি উপসর্গ এবং **Ozo** ওজো ধাতু হইতে হইয়াছে। ওজো ধাতুর অর্থ গন্ধ দেওয়া। ঐ ধাতুর বিশেষ্য **Ozos** ওজস্ অর্থ শাখা। সংস্কৃতশব্দ সর্জ্জ ও সর্জ্জরস অর্থ সালবৃক্ষ ও তাহার রস ধূনা। উহার সহিত গ্রীক্ ওজো ও ওজসের আকৃতি ও অর্থগত সাদৃশ্য আছে এবং উহা হইতেই ঐ দুইটী উৎপন্ন হইয়াছে। ঘ্রা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হয় নাই।

দ্বিতীয়াধ্যায়।

—:০:—

আদিশব্দ বেদশব্দ—আদিঅক্ষর দেবাক্ষর—অক্ষরোৎপত্তি—
শ্রুতিশব্দের নিরুক্তি।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে আদিশব্দ বেদশব্দ ও আদি বর্ণাত্মক অক্ষর দেবাক্ষর। শব্দ সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিব না কেবল বর্ণসম্বন্ধে বলিব। এখন দেখা যা'ক এবিষয় প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হয় কি না। পাশ্চাত্য সুধী-গণের বর্ণোৎপত্তি সম্বন্ধে আমি যে কিছু সমালোচনা দেখিয়াছি তাহা মৌলীক নহে অথচ ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয়। আমাদের অতিশয় দুঃখ বোধ হইতেছে যে ভাষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাহারা যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহাতে আমাদের বুদ্ধি একেবারেই প্রবেশ করে না। উহা আমাদের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা অক্ষর সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়াছেন বটে কিন্তু উহা ব্যক্তবিষয় সম্বন্ধে। অব্যক্তবিষয় সম্বন্ধে তাহারা কোন কথা বলেন নাই। এই মৌনতা তাহাদের অশক্তি হেতুক কি অনিচ্ছাহেতুক তাহা আমরা বলিতে পারিনা। কোন বিষয়ের মূলকারণ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে স্বতঃসিদ্ধ

প্রমাণ ও সনাতন বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়। কেবল বুদ্ধিবলে উহার সমাধান হয় না। প্রাচীন শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার না করিয়া কেবল বুদ্ধি-বলে অব্যক্ত বিষয় বলিতে হইলে উহা ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্যপ্রদেশে শাস্ত্র বিরহিত হইয়া কেবল বুদ্ধিবলে যে সকল বিষয় মীমাংসিত হইতেছে তাহা উত্তরোত্তর ব্যক্তিগণের দ্বারা খণ্ডিত হইতেছে এবং এই প্রকারই হইতে থাকিবে। যাহাদের প্রাচীন শাস্ত্র নাই তাহারা শাস্ত্রীয় প্রামাণ্যের সারবত্তা অনুভব করিতে পারিবেন না এবং করিতেও তাহাদের প্রবৃত্তি হইবে না। বর্ণের প্রথমোৎপত্তি সম্বন্ধে বলিতে হইলে প্রথমতঃ স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ দ্বিতীয়তঃ বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহারা বোধ হয় বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না এ জন্য এসম্বন্ধে তাহারা কোন কথা বলেন নাই। তাহারা নীরব থাকিতে পারেন কিন্তু আমরা যখন বেদাদিশাস্ত্রের আপ্তবাক্যত্বহেতুক অভ্রান্ত প্রামাণ্য স্বীকার করি তখন আমাদের নীরব থাকার কোন কারণ নাই। এবিষয়ে যে কেবল বেদাদি শাস্ত্র প্রমাণ তাহা নহে স্বাভাবিক প্রমাণও আছে।

বর্ণোৎপত্তি সম্বন্ধে স্বাভাবিক প্রমাণ এই। অ ক খ ইত্যাদি বর্ণের উচ্চারণ ও আকার জানিতে হইলে উপদেষ্টার আবশ্যক। উপদেশ বিনা আপনা হইতে উহা হয় না। বিনোপদেশে এপর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিকে বর্ণোচ্চারণ ও বর্ণ শিখিতে দেখা যায় নাই এবং কখনও দেখা যাইবে না। এই উপদেশ বৃদ্ধপরম্পরাগত। পুত্রের উপদেষ্টা পিতা, পিতার পিতামহ, পিতামহের প্রপিতামহ, প্রপিতামহের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ, বৃদ্ধ-প্রপিতামহের অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ এইপ্রকার ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিয়া শেষ যে একজন বৃদ্ধ উপদেষ্টা হইবেন ইহা নিঃসন্দেহ। এইটী স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ।

বেদাদিশাস্ত্রপ্রমাণ এই। স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ দ্বারা যে একজন শেষ উপদেষ্টা স্থির হইল সেই আদিউপদেষ্টা ব্রহ্মা। ইনি পরমাত্মার সংকল্প হইতে উৎপন্ন হ'ন এবং তাহার সংকল্প হইতে ইনি বেদজ্ঞান প্রাপ্ত হন। তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে ভা°। ইনিই আদি গুরু এবং বেদপ্রকাশক। ইনি সনক সনন্দ সনাতন সিদ্ধদিগকে বেদ ও বর্ণোপদেশ করেন। তাহারা ঋষি পরম্পরাকে উপদেশ দেন এবং ঋষি পরম্পরা হইতে এই উপদেশ মনুষ্য লোকে ব্যাপ্ত হয়। সর্ব্বাগ্রে কেবল শব্দ পারায়ণ

হইত তখনও ব্যাকরণ সৃষ্ট হয় নাই। এবং হি শ্রুয়তে বৃহস্পতিরিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহস্রং প্রতিপদোক্তানাংশব্দানাং শব্দপারায়ণং প্রোবাচ নান্তং জগাম। ম° ভা°। এই প্রকার শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে বৃহস্পতি ইন্দ্রকে দিব্য বর্ষসহস্র পর্য্যন্ত প্রতিপদোক্ত শব্দপারায়ণ বলিয়াছিলেন কিন্তু তথাপি তাহার শেষ হয় নাই। প্রথমতঃ শব্দ অখণ্ড ছিল পরে ইন্দ্র তাহা বিচ্ছেদ করিয়া ব্যাকৃত করেন। অর্থাৎ প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগ করিয়া শব্দের ব্যুৎপত্তি করেন। তথাচ ইন্দ্রবায়বগ্রহব্রাহ্মণে সমাম্নায়তে * * * দেবা ইন্দ্র মব্রুবন্ ইমাং নো বাচং ব্যাকুর্ব্বিতি। * * * * * তামিন্দ্রো-মধ্যতোঽবক্রম্য ব্যাকরোৎ। তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাগ্ উদ্যতে। তৈ° স°।

শব্দপারায়ণে বহুসময়ের আবশ্যক হয় অথচ শব্দের শেষ হয় না এই নিমিত্ত যাহাতে অল্প সময়ে সমস্ত শব্দ জানা যায় এমন কোন লঘু উপায়ের আবশ্যক হয়। সেই লঘু উপায় ব্যাকরণ। স্বয়ং মহাদেব এই ব্যাকরণের স্রষ্টা। তৎকৃত ব্যাকরণের নাম মাহেশ। সনকাদি সিদ্ধদিগের উদ্ধারের জন্য তিনি বর্ণসমাম্নায়াত্মক চতুর্দ্দশ সংজ্ঞাসূত্র প্রণয়ন করেন এবং উহা অবলম্বন করিয়া মহামুনি পাণিনি বৈদিক ও লৌকিক উভয়বিধ ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

যেনাক্ষরসমাম্নায়মধিগম্য মহেশ্বরাৎ।
কৃৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ॥
নৃত্যাবসানে নটরাজরাজো ননাদ ঢক্কাং নবপঞ্চবারান্।
উদ্ধর্ত্তুকামঃ সনকাদিসিদ্ধানেতদ্‌বিমর্শে শিবসূত্রজালম্॥

শব্দেন্দু০।

পাণিনি ব্যাকরণ অবলম্বন করিয়া কলাপ সুপদ্ম সংক্ষিপ্তসার মুগ্ধবোধ প্রভৃতি অনেক লৌকিক ব্যাকরণ প্রণীত হইয়াছে। এইটী বেদাদি শাস্ত্র-প্রমাণ।

যাহারা বলেন যে অক্ষর ও শব্দ সৃষ্টির জন্য দেবতার আবশ্যক হয় না উহা মনুষ্য সৃষ্টি করিতে পারে আমরা তাহাদিগকে এই কথা বলি যে এরূপ কথা স্বাভাবিক প্রমাণ বিরুদ্ধ সুতরাং হেয়।

যেখানে কোন দ্রব্যের সত্তা নাই সেখানে মনুষ্য সত্তা উৎপাদন করিতে পারে না। যেখানে সত্তা আছে সেখানে মনুষ্য উহার রূপান্তর করিতে পারে। কুম্ভকার মৃত্তিকা দ্বারা ঘট গড়ে। মৃত্তিকা আছে বলিয়া ঘট গড়িতে পারে। কিন্তু যেখানে মৃত্তিকা নাই সেখানে কুম্ভকার ঘট গড়িতে পারে না। কারণ কুম্ভকার মৃত্তিকার রূপান্তর ঘটাদি করিতে পারে কিন্তু মৃত্তিকা সৃষ্টি করিতে পারে না। সেই প্রকার অক্ষর ও শব্দ সৃষ্টি করার শক্তি মনুষ্যের নাই। কিন্তু অক্ষর ও শব্দ পাইলে মনুষ্য যোগ বিভাগ

ও পদাদি রচনা করিতে পারে। কিন্তু ইহাতেও আবার প্রথমউপদেষ্টার আবশ্যক। এই প্রথম উপদেষ্টাও দেবতা অথবা দেবতার অনুগৃহীত কোন মহাপুরুষ। চতুর্যুগের মধ্যে কোন একটী যুগের সৃষ্টিসময়ে পঞ্চ মহাভূত সৃষ্ট হইল স্থাবর জঙ্গম মনুষ্যাদিও সৃষ্ট হইল। এখন মনুষ্য কি প্রকারে জীবন ধারণ করিবে। কোন পদার্থের কি সংজ্ঞা করিবে। কোন পদার্থ কি প্রকারে ব্যবহার করিবে। কোনটী গ্রহণ করিবে এবং কোনটী পরিত্যাগ করিবে। অনুপদিষ্ট হইয়া মনুষ্য ইহার কিছুই নিরাকরণ করিতে পারেন না। মন্বাদি মহাপুরুষগণ এসময়ের উপদেষ্টা।

কেহ কেহ বলেন যে যখন বেদ আবিষ্কৃত হয় তখন অক্ষর সৃষ্ট হয় নাই। বেদের একটী নাম শ্রুতি। উহার অর্থ যাহা শ্রুত হওয়া গিয়াছে। এই শ্রুতি শব্দ হইতে তাহারা অনুমান করেন যে অক্ষরাভাবে বেদ প্রথমে শুনিয়া শিক্ষা করা হইত কারণ লিখিত গ্রন্থ দেখিয়া পড়ার সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই অনুমান সম্পূর্ণ ভুল। প্রথমতঃ শ্রুতি শব্দের অর্থ যাহা গুরুপাঠ হইতে শুনিয়া আসিতেছি কিন্তু কোন ব্যক্তিকে করিতে দেখি নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে উহা কোন মনুষ্য করে নাই।

উহা নিত্য ও অলৌকিক। গুরু পাঠাদনুশ্রূয়ত এব পরং নতু কেনচিৎ ক্রিয়ত ইতি তত্ত্বং। দ্বিতীয়তঃ বেদশিক্ষার সময় গুরুর পাঠ হইতে স্বরের সহিত উহা অগ্রে কণ্ঠস্থ করিতে হইত। সুন্দর রূপে কণ্ঠস্থ হইলে তখন পুস্তক ব্যবহার করিতে দেওয়া হইত এই প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। ইহার অভিপ্রায় এই যে বাল্যকালে যাহা মুখে মুখে অভ্যাস করা যায় তাহা দীর্ঘকাল স্মরণ থাকে। পুস্তক দেখিয়া যাহা অভ্যাস করা যায় তাহা অল্প সময় পরেই পুনঃ পুনঃ বিস্মৃত হইতে হয়, এবং পুনঃ পুনঃ পুস্তক দেখিয়া লইতে হয়। দীর্ঘকাল স্মরণ থাকিবে বলিয়া বেদ প্রথমতঃ মুখে মুখে অভ্যাস করা হইত। তৎকালে অক্ষর সৃষ্ট হয় নাই বলিয়া যে গুরুপাঠ হইতে শুনিতে হইত তাহা নহে। আমাদের শাস্ত্রানুসারে স্বয়ং ব্রহ্মাই অক্ষরের স্রষ্টা ও বেদের প্রকাশক। যৎকালে তিনি বেদ প্রকাশ করেন তখনই তিনি অক্ষরের সৃষ্টি করেন। ছয় মাস অন্তর ভ্রম হয় ইহা দেখিয়া তিনি পত্রারূঢ় অক্ষর সৃষ্টি করেন। যথা—

আহ্নিকতত্ত্বধৃতবৃহস্পতিঃ

> ষাণ্মাসিকেঽপি সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে নৃণাম্।
> ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারূঢ়ান্যতঃ পুরা॥

তৃতীয়াধ্যায়।

—:০:—

আর্য্যজাতি আদিম জাতি—সংস্কৃত আদিভাষা—আর্য্যজাতির আদি-বাসস্থান—সংস্কৃতের সহিত অন্যান্য ভাষার সম্বন্ধ—প্রাচীন ভাষা—সংস্কৃত অক্ষর—আর্য্যজাতির নির্ব্বাসন—জলপ্লাবন।

আর্য্যজাতি যে আদিম এবং সংস্কৃত যে আদি ভাষা, তাহা একপ্রকার স্বীকৃত। উহা প্রমাণ করিতে আমাদের কোন প্রয়াস পাইতে হইবে না। কিন্তু ঐ আর্য্যজাতি হইতে যে পৃথিবীর সমস্ত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে কিম্বা সংস্কৃত ভাষা হইতে যে অন্যান্য ভাষা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা অনেকে স্বীকার করেন না। প্রথম মনুষ্য কি প্রকারে সৃষ্ট হয়, তৎসম্বন্ধে তাহারা কোন কথা বলেন না; কারণ তাহা বলিতে হইলে প্রাচীন শাস্ত্র অবলম্বন করিতে হয়; কিন্তু তাহা করিতে বোধ হয় তাহারা ইচ্ছা করেন না। তাহারা বলেন যে কৈলাস পর্ব্বতের উত্তর পামীর নামক পর্ব্বতের কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে আদিম মনুষ্যেরা

প্রথম বাস করেন। তথা হইতে তাহারা নানা দেশে চলিয়া যান। তাহারা তৎকালে যে সাধারণ কথিত ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাহার কতকগুলি শব্দমাত্র সঙ্গে লইয়া যান। ইহাতেই মূলভাষা লোপ হইয়া যায় এবং এই হেতুকই সংস্কৃত গ্রীক্ লাটিন্ প্রভৃতি ভাষায় শব্দসাম্য দৃষ্ট হয়। তাহারা আরও বলেন যে সংস্কৃত গ্রীক্ লাটীন্ প্রভৃতি ভাষার মধ্যে ভগিনীগত সম্বন্ধ এবং উহারা একজাতীয় ভাষা। হিব্রু আরবী পারসী প্রভৃতি ভাষা ভিন্ন জাতীয়। তাহাদের এই সিদ্ধান্ত আমাদের মতে অপসিদ্ধান্ত। এই সম্বন্ধে ভাষাবিজ্ঞান প্রস্তাবে বিশদরূপে বলা যাইবে। এখানে সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যাইতেছে যে সম্ভবতঃ কাশ্মীর প্রদেশই মনুষ্যের প্রথম বাসস্থল। কাশ্মীরের ঊর্দ্ধভাগে হিমালয়ের যে শৃঙ্গ মহর্ষি ব্যাসের সময় পর্য্যন্ত নৌবন্ধন-শৃঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, ঐ শৃঙ্গে মনু তাহার নৌকা হইতে অবতরণ করেন এবং এইরূপ অনুমান হয় যে তথা হইতে তাহার সম্প্রদায় কাশ্মীর প্রদেশে গমন করিয়া প্রথমতঃ তথায় বাস করেন। ঐ প্রদেশের অপূর্ব্ব স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও মনুষ্যের প্রাথমিক বাসস্থান হেতুক উহা ভূস্বর্গ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

অস্মিন্ হিমবতঃ শৃঙ্গে নাবং বধ্নীত মাচিরম্।
সা বদ্ধা তত্র তৈস্তূর্ণ মৃষিভরতর্ষভ॥
নৌমৎস্যস্য বচঃ শ্রুত্বা শৃঙ্গে হিমবতস্তদা।
তচ্চ নৌবন্ধনং নাম শৃঙ্গং হিমবতঃ পরম্॥
খ্যাতমদ্যাপি কৌন্তেয় তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ।

ম০ ভা০ বর্ণপর্ব্ব। অ০ ১৮৭

মৎস্য বলিলেন এই হিমালয় পর্ব্বতের শৃঙ্গে নৌকা শীঘ্র বন্ধন কর। মনু ও সপ্তর্ষিগণ মৎস্যের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হিমালয়ের যে শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিয়াছিলেন, হে যুধিষ্ঠির অদ্যাপি সেই শৃঙ্গ নৌবন্ধন-শৃঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত আছে। তাহা হইলে ব্যাসের সময় পর্য্যন্ত ঐ শৃঙ্গের ঐ খ্যাতি ছিল।

আদিম সময়ে অর্থাৎ মনুষ্যের প্রথম সৃষ্টির পরেই মনুষ্যের বিদেশে অভিযান হয় নাই। সত্যযুগে দেশান্তর গমনের কোন প্রমাণ নাই। ত্রেতাযুগে সগর রাজার সময়ে এবং দ্বাপরে যযাতি রাজার সময়ে বিদেশ-গমন উক্ত হইয়াছে। তখন সরহস্য বেদাদি শাস্ত্রের বহুল প্রচার ছিল সুতরাং তৎকালে বিদেশগামি-ব্যক্তিগণ কেবল কতকগুলি শব্দ সঙ্গে লইয়া যান নাই কিন্তু সংস্কৃত ভাষার সম্যক্ জ্ঞান লইয়া গিয়াছিলেন।

সুতরাং এই অভিযানে কোন মূলভাষারও লোপ হয় নাই। তাহা হইলে এই স্থলে এই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে তাৎকালিক যাযাবরগণ অবিকল দেবাক্ষর ও সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করেন নাই কেন। ইহার উত্তর এই যে সগর রাজার শাসন হেতুক তাহারা তাহা করিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরেই বলা যাইবে।

সংস্কৃতের সহিত অন্যান্য ভাষার ভগিনীগত সম্বন্ধ নহে কিন্তু মাতৃগত সম্বন্ধ। সংস্কৃত সমস্ত ভাষার মাতা ও অন্যান্য ভাষা তাহার কন্যা। এই অন্যান্য ভাষার মধ্যে কোনটীর ভগিনীগত সম্বন্ধ এবং কোনটীর বা মাতৃগত সম্বন্ধ। আবার কোন কোনটী দ্বিমাতৃক বা ত্রিমাতৃক।

সংস্কৃত মাতা। বাঙ্গালা হিন্দী গুজরাটী এবং দাক্ষি-ণাত্যের সমস্ত ভাষা তাহার কন্যা। ইহারা পরস্পর ভগিনী।

সংস্কৃত মাতা। হিব্রুভাষা তাহার কন্যা। আবার হিব্রু মাতা কালদীয় সিরীয় ইথিয়োপীয় প্রভৃতি ভাষা তাহার কন্যা। ইহারা পরস্পর ভগিনী।

আরবী দ্বিমাতৃক সংস্কৃত ও হিব্রু। পারসী ত্রিমাতৃক

সংস্কৃত-জেন্দ ও আরবী। কোন মতে পহ্লবীও বটে। জেন্দ ও পহ্লবী সংস্কৃত ভাষার দুইটী প্রাচীন কন্যা। উর্দ্দু দ্বিমাতৃক আরবী ও পারসী।

সংস্কৃত মাতা চীনভাষা কন্যা। আবার চীনভাষা কতিপয় ভাষার মাতা। এই চীনভাষা ফরাসী ভাষারও আংশিক মাতা। এই মাতৃসম্বন্ধ সানুনাসিক উচ্চারণগত শব্দগত নহে।

গ্রীক্ ভাষা দ্বিমাতৃক। সংস্কৃত ও হিব্রু। লাটীন্ ভাষা দ্বৈমাতুর সংস্কৃত ও গ্রীক্। গ্রীক্ ও লাটীন্ ভাষা আবার অশ্বক্রান্তের অনেকানেক ভাষার মাতা। ঐ সমস্ত ভাষা আবার পরস্পর ভগিনী।

এই প্রসঙ্গ-ক্রমে যৎকিঞ্চিৎ বলা হইল। এই গ্রন্থে বর্ণোৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা কথিত হইল, তদ্দ্বারাও এ বিষয় প্রমাণিত হইবে।

যে ভাষাকে যে ভাষার মাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল, সেই মাতৃভাষার সমস্ত শব্দ যে কন্যারূপ ভাষায় অবিকল ব্যবহৃত এরূপ বুঝিতে হইবে না। সকল ভাষার মাতা সংস্কৃত-ভাষার শব্দ ও অপশব্দ এই উভয়ের মিশ্রণে অন্যান্য সমস্ত ভাষার শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। মহাভাষ্যকার বলিয়াছেন।

যোহি শব্দান্ জানাতি অপশব্দানপ্যসৌ জানাতি। যথৈব হি শব্দজ্ঞানে ধর্ম্মঃ। এবমপশব্দজ্ঞানেপ্যধর্ম্মঃ॥ অথবা ভূয়ানধর্ম্মঃ প্রাপ্নোতি। ভূয়াং সোঽপশব্দাঃ। অল্পীয়াংশঃ শব্দাঃ। একৈকস্য শব্দস্য বহবোঽপভ্রংশাঃ। তদ্‌যথা। গৌরিত্যস্য গাবী গোণী গোতা গোপোতলিকেত্যেব মাদয়োঽপভ্রংশাঃ।

যিনি শব্দ জানেন, তিনি অপশব্দও জানেন। যেরূপ শব্দ-জ্ঞানে ধর্ম্ম সেইরূপ অপশব্দ-জ্ঞানে অধর্ম্ম। অথবা অপশব্দ-জ্ঞানে বহু অধর্ম্ম। অপশব্দ বহু এবং শব্দ অল্প। এক শব্দের বহু অপভ্রংশ। যথা গো শব্দের গাবী গোণী গোতা গোপোতলিকা ইত্যাদি অপভ্রংশ।

মহাভাষ্যকার এই দিগ্‌দর্শন মাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। শব্দ অল্প অপশব্দ অনেক। অপশব্দ তদ্ভব দেশী শব্দ। অন্যান্য ভাষার সমস্ত শব্দ চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ শব্দসাম্য ও তদর্থবাচক। দ্বিতীয়তঃ অশব্দসাম্য ও তদর্থ-বাচক। তৃতীয়তঃ শব্দসাম্য ও অতদর্থবাচক। চতুর্থতঃ অশব্দসাম্য ও অতদর্থবাচক অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন দেশী বা অপশব্দ। যথা অগ্নি শব্দ অপশব্দ অগিগ। এটী অগ্নি শব্দের সাম্য ও তদর্থবাচক। লাটীন্ অপশব্দ ইগ্ন। আদ্য অকার-স্থানে ইকার এবং অন্ত্য ইকারের স্থানে অকার এই অক্ষর

ব্যত্যয় হইয়াছে; এটীও অগ্নি শব্দের সাম্য ও তদর্থবাচক। স্বপ্ন শব্দ অপশব্দ স্বপন্। গ্রীক্ অপশব্দ হুপ্ন। এখানে স স্থানে হকার ও ব স্থানে সম্প্রসারণ অর্থাৎ উকার হইয়াছে। লাটীন্ অপশব্দ সোম্ন এখানে বকারের স্থানে ওকার ও পস্থানে ম হইয়াছে। পাল শব্দ হিব্রু অপশব্দ বাল; আরবী অপশব্দ বাল। এই উভয় শব্দই পাল শব্দের সাম্য ও তদর্থবাচক। উভয় শব্দেই প স্থানে ব হইয়াছে।

দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণ যথা ত্বক্ শব্দ অপশব্দ ছাল। এটী ত্বক্ শব্দের সাম্য নহে কিন্তু তদর্থের বাচক হইতেছে। গ্রীক্ অপশব্দ লেপিস্ম এটী ত্বক্ শব্দের সাম্য না হইয়া তদর্থের বাচক হইতেছে।

তৃতীয় ভাগের উদাহরণ যথা অঙ্গ শব্দ অর্থ দেহাবয়ব। গ্রীক্ অপশব্দ অঙ্গ অর্থ পাত্র। গুণীশব্দ অর্থ গুণবান্। গ্রীক্ অপশব্দ গুণী অর্থ স্ত্রী। এখানে এই উভয় অপশব্দ শব্দের সাম্য হইতেছে কিন্তু তদর্থের বাচক হইতেছে না।

চতুর্থ ভাগের উদাহরণ যথা ঢেঁকী ধামা ডালা ইত্যাদি। ইহাদের কোন শব্দ নাই সুতরাং ইহারা কোন শব্দের বাচক নহে। এই দিঙ্মাত্র প্রদর্শন করা হইল।

মহাভাষ্যকার বলিয়াছেন যে অপশব্দ অনেক। এই অনেকত্বের কেবল বঙ্গভাষাতে একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে, যথা অস্মৎ শব্দ অপশব্দ আমি মুই। আমার মোর আমাকে মোকে মুঁইকে। আমরা মোরা। আমাদিগের আমাদের আমারদের আমাগের আমারগে আমাগরে আমারগো আমাগো মোরগে মোগো। আমাদিগকে আমাদিগে মোদিগে ইত্যাদি। অস্মৎ শব্দের গ্রীক্ অপশব্দও অনেক। আমাদের যতদূর জ্ঞান, তাহাতে আমাদের এই বোধ হয় যে পৃথিবীর মধ্যে প্রচলিত প্রাচীন ভাষা সাতটী। সংস্কৃত, হিব্রু, আরবী, পারসী, চীন, গ্রীক্ ও লাটীন্। অপ্রচলিত প্রাচীন ভাষা সম্বন্ধে আমাদিগের প্রসঙ্গক্রমে ভিন্ন কোন কথা বলার শক্তি নাই। এই সাতটী প্রাচীন ভাষা হইতে সমস্ত আধুনিক ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। আধুনিক ভাষা সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কোন কথা বলিব না; কারণ এই প্রস্তাবে তাহা বলা অনাবশ্যক।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে দেবাক্ষরই আদিম এবং তাহার অনুকরণে অন্যান্য ভাষার অক্ষর সৃষ্ট হইয়াছে। আর্য্যজাতি যে প্রথমোৎপন্ন, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। তাহা হইলে তাহাদের ভাষা ও অক্ষর প্রথমোৎপন্ন,

একথা স্বীকার করিতে হইবে। কেহ বলেন যে যখন আর্য্যজাতি একস্থান হইতে নানা স্থানে চলিয়া যান, তখন ভাষাও হয় নাই অক্ষরও হয় নাই। কেবল কতকগুলি আবশ্যকীয় শব্দ মুখে মুখে ব্যবহার হইত। উহা লইয়াই তাহারা একদেশ হইতে অন্যদেশে গমন করেন। এই অনুমান যে ভুল, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যে সময়ে আর্য্যদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির দেশান্তর গমন হয়, তৎকালে ব্যাকরণ ও বেদাদি-শাস্ত্র প্রচলিত ছিল এবং লিখিত ভাষাও ছিল। তাহা হইলে একথা স্বীকার্য্য যে আর্য্যজাতি ও সংস্কৃত ভাষা হইতে অন্যান্য জাতি ও তাহাদের ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে।

সংস্কৃত অক্ষর স্বয়ং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট ; সুতরাং উহা সম্পূর্ণ। অন্যান্য অক্ষর উহার আংশিক অনুকরণ এবং অসম্পূর্ণ। এই আংশিক অনুকরণ অক্ষরের আকৃতিতে প্রতীয়মান হইবে।

বর্ণমালায় সংস্কৃত অক্ষর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। অন্যান্য ভাষায় ইহার অপেক্ষা অনেক কম অক্ষর। সংস্কৃত অক্ষর অন্যান্য সমস্ত ভাষায় কেন ব্যবহৃত হয় নাই এবং কেনইবা উহাদের অক্ষর সংখ্যা কম, ইহার কারণ যথাস্থানে বলা যাইবে।

সংস্কৃতের যে অক্ষরের যে স্বরূপ, অন্যান্য ভাষার অনুবন্ধ বাদ দিলে সেই অক্ষরের ঠিক সেই স্বরূপ হয়। তবে দেশ ভেদে ও প্রযত্ন ভেদে কোন কোন অক্ষরের উচ্চারণগত কিঞ্চিৎ বৈষম্য আছে। যদি ঐ সকল অক্ষর সংস্কৃত অক্ষরের অনুকরণ না হইত, তাহা হইলে উহাদের স্বরূপ অন্য প্রকার হইত; এক প্রকার হইত না।

উচ্চারণ এবং প্রক্রিয়া দশাতে সমস্ত দেবাক্ষর এক প্রকার। কিন্তু অন্য কোন ভাষার অক্ষর তদ্রূপ নহে। তাহারা উচ্চারণ-দশায় এক প্রকার এবং প্রক্রিয়া-দশায় অন্য প্রকার।

সংস্কৃত বর্ণমালায় বর্গীয় বর্ণের যোজনা যেরূপ পরিপাটী, অন্য কোন ভাষায় তাদৃশ পারিপাট্য নাই কারণ উহারা আংশিক অনুকার মাত্র।

বর্ণের উৎপত্তি উচ্চারণ ও উচ্চারণ-স্থান প্রযত্ন শক্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে পাণিনীয়াদি শব্দ-শাস্ত্রে শিক্ষায় ও প্রাতিশাখ্যে যাদৃশ বিশদ বিবৃতি আছে, তাহা অন্য কোন ভাষায় নাই। তবে এসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ যাহা বর্ত্তমান সময়ে অন্যান্য ভাষায় দৃষ্ট হইতেছে, তাহা সংস্কৃত ভাষা পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রচার হওয়ার পরে। তৎপূর্ব্বে নহে; সুতরাং উহা সংস্কৃত হইতে গৃহীত।

পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথমে যে একটী ভাষা ছিল ; তাহা ইহুদী-জাতির প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে।

সমস্ত সংস্কৃত বর্ণই দেবতাত্মক, সুতরাং মাননীয়। ইহাদের লেখনের প্রণালী আমাদের শাস্ত্রেই নির্ণীত হইয়াছে। ঐ শাস্ত্রই বর্ণ লেখনের নিয়ামক ; এই হেতু কোন বর্ণের লিখন-প্রণালীতে কোন ব্যতিক্রমের সম্ভব নাই। অন্যান্য ভাষার অক্ষরের তাদৃশ নহে। উহারা যদৃচ্ছা-প্রবৃত্ত সংকেত মাত্র এবং পরিবর্ত্তনশীল।

একটী মাত্র সংস্কৃত অক্ষর ও একটী মাত্র সংস্কৃত শব্দ সম্যক্ ব্যবহার করিলে যে ফল কল্পিত হইয়াছে, তাদৃশ ফল অন্য কোন ভাষায় কল্পিত হয় নাই। ইহাতে বোধ হয় যে উহারা সাঙ্কেতিক ও আধুনিক।

বৈদিক সংস্কৃতে উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিনটী স্বর আছে। অন্য কোন ভাষায় তাদৃশ স্বর নাই। কেবল গ্রীক্ ভাষার স্বরবর্ণে ইহার কিঞ্চিৎ অনুকার আছে। কিন্তু উহার উচ্চারণ বিলুপ্ত হইয়াছে। বেদ প্রচারের পর যে আর্য্যেরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি দেশান্তর গমন করেন, এইটী তাহার অন্যতম প্রমাণ।

এই যে কয়েকটী হেতুর উল্লেখ করা হইল, তাহা একত্র লইলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে সংস্কৃত অক্ষরই

আদিম এবং অন্যান্য অক্ষর তাহার আংশিক অনুকার। সংস্কৃত অক্ষর ব্যাপক এবং অন্যান্য অক্ষর ব্যাপ্য অর্থাৎ তদন্তর্গত ব্যক্তি মাত্র।

এখন দেখা যাক্, দেবাক্ষর মূল হইলে অন্যান্য অক্ষর তৎসদৃশ হয় নাই কেন এবং সংখ্যাতেও তদপেক্ষা কম হয় কেন। ইক্ষ্বাকুবংশে বাহুক নামে এক রাজা ছিলেন। তালজঙ্ঘ হৈহয় প্রভৃতি ক্ষত্রিয়-রাজারা তাহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাহার রাজ্যগ্রহণ এবং তাহাকে বধ করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র মহাবল সগর পিতৃহন্তা-দিগকে বধ করার প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাজয় এবং বধ করিতে লাগিলেন। তাহারা ভীত হইয়া বশিষ্ঠ ঋষির শরণাপন্ন হইলেন এবং যাহাতে সগর তাহাদিগকে প্রাণে বধ না করিয়া অষ্টাদশ মৃত্যুর মধ্যে অন্য কোন রূপ মৃত্যুর বিধান করেন, তাহাই প্রার্থনা করিলেন। বশিষ্ঠ ঋষি তাহাদিগকে বেদাদি শাস্ত্র হইতে বহিষ্কৃত করাইয়া নির্ব্বাসন করিতে সগরকে আদেশ করিলেন; কারণ স্বধর্ম্মত্যাগও অষ্টাদশ মৃত্যুর মধ্যে অন্যতম মৃত্যু। সগর গুরুর আজ্ঞানুসারে তাহা-দিগের বেশ ভূষার অন্যথা করিয়া এবং তাহাদিগকে বেদাদি শাস্ত্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়া নানা দেশে

সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাহারা যাহাতে বেদাদি শাস্ত্র ব্যবহার করিতে না পারেন এবং তাহার আদিষ্ট বেশ-ভূষা ধারণ করেন তজ্জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি কতকগুলিকে সমস্ত মস্তক-মুণ্ডন কতকগুলিকে অর্দ্ধ মস্তক মুণ্ডন কতকগুলিকে শ্মশ্রুধারণ কতক-গুলিকে প্রলম্ব-কেশ ও নানা বর্ণের বস্ত্র ধারণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। স্বধর্ম্মত্যাগ ও নির্ব্বাসন হেতু উহাদের ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্তি হইল এবং উহাদের শক যবন খশ পারদ পহ্লব কাম্বোজ প্রভৃতি সংজ্ঞা হইল। বেদাদি শাস্ত্র বর্জ্জিত হইয়া তদ্‌বিষয়ক ও সংস্কৃত অক্ষরের যে জ্ঞান ইহাদের ছিল, তদনুকরণে ইহারা সাঙ্কেতিক বর্ণ ও শব্দ এবং ভাষা প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এই কারণে সংস্কৃত অক্ষর শব্দ ও ভাষার সহিত তাহাদের অক্ষর শব্দ ও ভাষার একদেশ সাম্যত্ব আছে।

যবনান্ মুণ্ডিত শিরসোঽর্দ্ধমুণ্ডান্ শকান্ প্রলম্বকেশান্ পারদান্ পহ্লবাংশ্চ শ্মশ্রুধারিণঃ। নিঃস্বাধ্যায়বষট্‌কারান্ এতানন্যাংশ্চ ক্ষত্রিয়াংশ্চকার। তে চাত্মধর্ম্মপরিত্যাগাৎ ব্রাহ্মণৈশ্চ পরিত্যক্তা ম্লেচ্ছতাং যযুঃ। বি° পু°

সগরস্তু প্রতিজ্ঞাস্তু গুরোর্বাক্যং নিশম্য চ।
ধর্ম্মং জঘান তেষাং বৈ বেশান্যত্বং চকার হ॥ ব্র° পু°

রামায়ণে ও অন্যান্য পুরাণে এই বিষয় এই প্রকারেই বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমকদিগের যে

প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে তাহারা হিন্দুকুলসম্ভূত। হিন্দুদিগের আকৃতির সহিত তাহাদের আকৃতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। আবার দেশভেদে আহার্য্য ভেদে ও শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুর আতিশয্যে কোন কোন জাতির আকৃতিগত অনেক বৈষম্যও ঘটিয়াছে। এই প্রকারে অনার্য্য জাতি উৎপন্ন হয়। ধর্ম্মত্যাগের সহিত তাহাদের অনেক সংস্কৃত বর্ণেরও ত্যাগ ঘটে। ইহাও বোধহয় সগর রাজার আদেশানুসারে হয়; কারণ বর্ণত্যাগও বৈধর্ম্মতার একটী লক্ষণ। অথবা একদেশ হইতে দেশান্তর গমন আহার্য্য-ভেদ ও শীতগ্রীষ্মাদি ঋতুর আতিশয্য হেতুক অনার্য্যত্ব প্রাপ্ত ব্রাহ্মণাদির শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির অপকর্ষতা হয়। এই কারণে ইহাদের রসনেন্দ্রিয় স্থূল হওয়াতে সমস্ত সংস্কৃত বর্ণের উচ্চারণ করার শক্তি রহিত হইয়া যায়। যে যে অনার্য্য ভাষায় যে যে সংস্কৃত অক্ষর নাই; তাহাও আমাদের শাস্ত্রে নির্ণীত আছে। যথা পণ্ডিত রামচরণ শিরোরত্নধৃত মাতৃসঙ্কুলিনী তন্ত্রে—

ককারাদিমকারান্তা বর্গাঃ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বর্গাণাঞ্চ চতুর্বণান্ নোচ্চরন্তি খশাদয়ঃ॥

তৃতীয়স্তু চতুর্বর্ণা ম্লেচ্ছধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ।
অতো বর্ণস্য বৈষম্যাৎ সর্ব্বে বৈধর্ম্ম্যতাং গতাঃ॥

ক হইতে ম পর্য্যন্ত অক্ষর পাঁচ বর্গে বিভক্ত। এই পাঁচ বর্গের চতুর্থ বর্ণ অর্থাৎ ঘ ঝ ঢ ধ ভ খশাদি জাতি উচ্চারণ করিতে পারেন না। তৃতীয় বর্গের চারিটী বর্ণ অর্থাৎ ঠ ড ঢ ণ ম্লেচ্ছ ভাষায় নাই। অনার্য্যজাতির সাধারণ সংজ্ঞা ম্লেচ্ছ। খশ পারদ ইত্যাদি বিশেষ সংজ্ঞা।

ইহুদী জাতির প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে পৃথিবীতে প্রথমে একটী ভাষা ছিল। তৎশাস্ত্রোক্ত জল-প্লাবনের পর মনুষ্যেরা অর্থাৎ ইহুদীরা সাইনার নামক স্থানে একটী নগর ও একটী স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। পুনর্ব্বার জলপ্লাবন হইলে যাহাতে তাহারা বিনষ্ট না হন, এই জন্য ঐ স্তম্ভকে তাহারা গগনস্পর্শী করিতে অভিপ্রায় করেন। তাহাদিগের এই আস্পর্দ্ধা দেখিয়া পরমেশ্বর তাহাদিগের ভাষা পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। স্তম্ভনির্ম্মাণ-কার্য্যে যাহারা নিযুক্ত ছিলেন, তাহারা কেহ কাহারও কথা বুঝিতে পারিলেন না; সুতরাং তাহারা ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া নানা স্থানে চলিয়া গেলেন। আমরা এই প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রোক্তির প্রামাণ্য স্বীকার করি। তবে এই জলপ্লাবন ও আমাদিগের

দ্বারকাপ্লাবন একই বিষয়। এই স্থানে আমি পণ্ডিত রামচরণ-শিরোরত্নের গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

বর্ত্তমান কলিযুগের প্রারম্ভকাল প্রায় ৫০০০ বৎসর অতীত হইল। ইতঃপূর্ব্বে অর্থাৎ দ্বাপর-যুগাবসানে যুগপ্রলয়-স্বরূপ যে এক ভয়ানক জলপ্লাবন হইয়াছিল, তদ্দ্বারায় ইউরোপীয় সমস্ত দেশ নগর উপদ্বীপ এবং আসিয়ার পশ্চিমাংশের জনপদ সকল ও পশ্চিম সমুদ্র-মধ্যবর্ত্তিনী দ্বারকা প্রভৃতি স্থান বিনাশ হয়, যথা—

প্লাবয়ামাস তাং শূন্যাং দ্বারকাঞ্চ মহোদধিঃ।
যদুশ্রেষ্ঠগৃহস্ত্বেকং না প্লাবয়তি সাগরঃ।
তন্নিষন্না জনপদাঃ সর্ব্বে লীনা মহোদধৌ।
আকিরাতাশ্চ ম্লেচ্ছাশ্চ যে বৈ চান্ত্যাবসায়িনঃ॥

ব্র° পু° ৯২ অধ্যায়।

ঐ প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে ভাষা পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা হিব্রু ভাষা সম্বন্ধে কারণ স্তম্ভ-নির্ম্মাণ-কার্য্যে যাঁহারা নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা ইহুদী-জাতীয়। হিব্রুভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া কালদীয়, সিরীয়, ইথিয়োপীয় প্রভৃতি ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং এই শাস্ত্রোক্তিও আমরা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করি।

চতুর্থাধ্যায়।

সংস্কৃত-অক্ষরের সহিত অন্যান্য ভাষার অক্ষরের বিচার।

দেবাক্ষরের সহিত অন্যান্য অক্ষরের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা এখন আলোচনা করা যাইবে। সংস্কৃত ও অন্যান্য পাঁচটী প্রাচীন ভাষার অক্ষরের একটী তালিকা এই পুস্তকের শেষ ভাগে প্রদত্ত হইল। এই অংশ পাঠ করার সময় ঐ তালিকা দেখিতে হইবে।

সংস্কৃত অক্ষরেব লেখন-প্রকার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা শক্তি বর্ণ ইত্যাদি বিষয় কামধেনুতন্ত্রে বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে ও বর্ণাভিধানতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে আমরা কোন কথা বলিব না। কারণ উহা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন। যাহার আবশ্যক তিনি উহা দেখিয়া লইবেন।

উচ্চার্য্যমাণ শব্দ কিরূপে বর্ণাকারে পরিণত হয় তাহা পাণিনীয়াদি শিক্ষায় উক্ত হইয়াছে। উহা অতি কঠিন। অল্প কথায় উহা বুঝান যায় না। এ নিমিত্ত আমি উহার উল্লেখ করিলাম না। বিশেষতঃ উহা এখানে বলার কোন প্রয়োজনও আমি দেখি না।

বর্ণ দ্বিবিধ। স্বর ও ব্যঞ্জন। এই স্বর ও ব্যঞ্জন আবার

দুই প্রকার। সবর্ণ ও অসবর্ণ। যাহাদের উচ্চারণস্থান ও প্রযত্ন তুল্য তাহারাই সবর্ণ। যাহাদের উচ্চারণস্থান ও প্রযত্ন তুল্য নহে তাহারা অসবর্ণ। সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণই দণ্ডায়মান। স্বরবর্ণের যোগে উহারা দোলায়মান হয়। সংস্কৃতে স্বরবর্ণ ১৪টী এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৫টী। একমতে ৩৬টী। তাহা হইলে ৪৯টী কিম্বা ৫০টী হয়। হিব্রু ভাষায় সাকল্যে ২২টী। আরবী ভাষায় ২৮টী। সংযুক্ত বর্ণসহ ২৯টী। পারসী ভাষায় ৩১টি। সংযুক্ত বর্ণসহ ৩২টী। গ্রীক্ ভাষায় ২১টী। সংযুক্ত বর্ণসহ ২৪টী। লাটীন্ ভাষায় ২৩টী। সংযুক্ত বর্ণসহ ২৫টী। আরমাণীয় ভাষায় ৩৮টী। অক্ষর সংখ্যায় এইটী বোধহয় দ্বিতীয় হইবে।

অ উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠ। আভ্যন্তর-প্রযত্ন বিবৃত। বাহ্য-প্রযত্ন সংবার নাদ ঘোষ ও অল্পপ্রাণ। পুনর্দ্বিবিধ অনুনাসিক নিরনুনাসিক। পুনস্ত্রিবিধ হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত। পুনস্ত্রিবিধ উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত। তাহা হইলে অকারের অষ্টাদশ প্রকার ভেদ হইল।

আ সমস্তই পূর্ব্ববৎ। কেবল হ্রস্বাভাবে ইহার দ্বাদশ প্রকার ভেদ। সমস্ত সংস্কৃত-বর্ণ উচ্চারণ কালে ও কার্য্য কালে এক প্রকারই থাকে। কোন পরিবর্ত্তন

হয় না। হিব্রু আলেফ্ ইহার সহিত অকারের অনেক সাদৃশ্য আছে। উচ্চারণ কালে আলেফ্ প্রক্রিয়া-দশায় আ। আরবী আলেফ্। অকারের সহিত একদেশ সাদৃশ্য। উচ্চারণে আলেফ্ কার্য্যে আ। পারসী আলেফ্ পূর্ব্ববৎ। গ্রীক্ আল্ফা। হিব্রু আলেফ্ হইতে গৃহীত। উহা দুইটী একটী বড় ও একটী ছোট। উচ্চারণে আল্ফা কার্য্যে আ। অকারের সহিত যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য। লাটীন্ এ দুইটী। একটী বড় ও একটী ছোট। উচ্চারণে এ কার্য্যে অ কিম্বা আ। অকারের সহিত যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য।

ই উচ্চারণ-স্থান তালু। আর সমস্তই অকারের ন্যায়। হিব্রু আরবী পারসী ভাষায় এই অক্ষর নাই। গ্রীক্ আয়োতা। কার্য্যকালে ই উহার সহিত সাদৃশ্য নাই লাটীন্ ই ও আই। ইকারের সহিত যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য। উচ্চারণকালে ই কার্য্যকালে ই ঈ ও একার। সুতরাং ঈ ও একারের স্থানে ইহার আর উল্লেখ করা যাইবে না। উহা দুইটী। সমস্ত লাটীন্ অক্ষরই দুইটী। একটী বড় ও একটী ছোট।

ঈ সমস্তই ইকারের ন্যায়। কেবল হ্রস্বাভাবে দ্বাদশ প্রকার ভেদ। হিব্রু আরবী পারসী লাটীন্ ভাষায়

এই অক্ষর নাই। গ্রীক্ ঈতা দুইটী। একটী বড় ও একটী ছোট। বড়টীর সহিত ঈকারের সাদৃশ্য নাই। ছোটটীর সহিত আছে। উচ্চারণে ঈতা কার্য্যে ঈ।

উ উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ। অন্য সমস্তই অকারের ন্যায়। হিব্রু আরবী ও পারসী ভাষায় ওয়াও। উকারের সহিত আংশিক সাদৃশ্য। উচ্চারণকালে ওয়াও কার্য্যকালে উকার কিম্বা ওকার অথবা অন্তস্থ ব। গ্রীক্ ইয়ুপসাইলন্ দুইটী। কার্য্যকালে উকার। উহার সহিত একদেশ সাদৃশ্য। লাটীন্ ইয়ু কার্য্যে উকার কিম্বা অকার। উকারের সহিত একদেশ সাদৃশ্য।

ঊ সমস্তই হ্রস্ব উকারের ন্যায়। কেবল ভেদ দ্বাদশ প্রকার। অন্যান্য ভাষায় পূর্ব্ববৎ।

ঋ উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। অন্য সমস্তই অকারের ন্যায়। অন্য কোন ভাষায় নাই।

ৠ সমস্তই ঋকারের ন্যায়। কেবল ভেদ দ্বাদশ প্রকার। অন্য কোন ভাষায় নাই।

ঌ উচ্চারণস্থান দন্ত। অন্য সমস্তই অকারের ন্যায়। অন্য কোন ভাষায় নাই।

ৡ সমস্তই ঌকারের ন্যায়। কেবল ভেদ দ্বাদশ প্রকার। অন্যান্য ভাষায় নাই।

এ উচ্চারণস্থান কণ্ঠতালু। আভ্যন্তর-প্রযত্ন বিবৃত। বাহ্য-প্রযত্ন সংবার নাদ ঘোষ ও অল্পপ্রাণ। ভেদ দ্বাদশ প্রকার। হিব্রু ভাষায় এয়ুদ। আরবী পারসী ভাষায় এয়া। কার্য্যকালে একার। উহার সহিত একদেশ সাদৃশ্য। গ্রীক্ ভাষায় এপ্‌সাইলন্। উহা দুইটী। কার্য্য-কালে একার কিন্তু উহা হ্রস্ব। একারের সহিত একদেশ সাদৃশ্য।

ঐ সমস্তই একারের ন্যায়। অন্যান্য ভাষায় নাই।

ও উচ্চারণস্থান কণ্ঠোষ্ঠ। অন্য সমস্ত একারের ন্যায়। হিব্রু আরবী ও পারসীতে ওয়াও। গ্রীকে ওমা-ইক্রন্ ও ওমেগা। ওমাইক্রন্ কার্য্যকালে অকার এবং ওমেগা ওকার। ওমাইক্রনের সহিত একদেশ সাদৃশ্য কিন্তু ওমেগার সহিত বিপরীত ভাবে সাদৃশ্য। লাটীন্ ও কার্য্যকালে অকার কিম্বা ওকার। উহার সহিত একদেশ সাদৃশ্য। এইটী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংস্কৃত হইতে গৃহীত।

ঔ সমস্তই ওকারের ন্যায়। অন্য কোন ভাষায় নাই।

ক উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠ। আভ্যন্তর-প্রযত্ন স্পৃষ্ট। বাহ্য-প্রযত্ন অল্পপ্রাণ সংবার নাদ ও অঘোষ। হিব্রুতে

ক দুইটী। কাফ্ ও কোফ্। কার্য্যকালে ক। কাফ্ দুইটীর একটী আদিতে ও একটী অন্তে ব্যবহৃত হয়। কোফ্ একটী। কাফ এর সহিত কএর সাদৃশ্য নাই কিন্তু কোফের সহিত আছে। আরবী ও পারসীতে দুইটী করিয়া কাফ্ আছে। কার্য্যকালে ক। উহার সহিত সাদৃশ্য নাই। গ্রীক্ ক্যাপা দুইটী। কার্য্যকালে ক। উহার সহিত একদেশ সাদৃশ্য আছে। হিব্রু কাফ্ হইতে ক্যাপা গৃহীত হইয়াছে। লাটীন কে ও কিউ কার্য্যকালে ক। উহার সহিত একদেশ সাদৃশ্য আছে।

খ উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। আভ্যন্তর-প্রযত্ন স্পৃষ্ট। বাহ্য-প্রযত্ন বিবার শ্বাস অঘোষ ও মহাপ্রাণ। এই অক্ষর হিব্রুতে নাই। আরবী ও পারসী খে। কার্য্যকালে খ। ইহার সহিত একদেশ সাদৃশ্য আছে। গ্রীক্ খাই দুইটি কার্য্যকালে খ। খএর সহিত উহার যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। লাটীন্ ভাষায় এই অক্ষর নাই।

গ উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। আভ্যন্তর-প্রযত্ন স্পৃষ্ট। বাহ্যপ্রযত্ন সংবার নাদ ঘোষ ও অল্পপ্রাণ। হিব্রুতে গিমল্ কার্য্যকালে গ। উহার সহিত সাদৃশ্য আছে। আরবী ও পারসী গায়েন্। উহার সহিত সাদৃশ্য নাই। পারসী গাব কার্য্যকালে গ। উহার সহিত সাদৃশ্য নাই। গ্রাক্ গ্যামা

তিনটী। আদি মধ্য ও অন্তে ব্যবহার হয়। উহার সহিত গএর সাদৃশ্য আছে। উহা গিমল্ হইতে গৃহীত। লাটীন্ ভাষায় এই বর্ণ নাই।

ঘ উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠ। স্পৃষ্ট। সংবার নাদ ঘোষ ও মহাপ্রাণ। এই বর্ণ অন্য কোন ভাষায় নাই।

ঙ উচ্চারণ-স্থান সানুনাসিক কণ্ঠ। স্পৃষ্ট। সংবার নাদ ঘোষ ও অল্পপ্রাণ। অন্য কোনভাষায় নাই।

চ উচ্চারণ-স্থান তালু। স্পৃষ্ট। বিবার শ্বাস অঘোষ ও অল্পপ্রাণ। এই অক্ষর হিব্রু আরবী গ্রীক্ ও লাটীনে নাই। পারসী চে। কার্য্যকালে চ। উহার সহিত এক-দেশ-সাদৃশ্য আছে।

ছ উচ্চারণ-স্থান তালু। স্পৃষ্ট। বিবার শ্বাস অঘোষ ও মহাপ্রাণ। হিব্রু ছদ্দে ছমক্ ও ছিন্। কার্য্যকালে ছ। ছদ্দের সহিত সাদৃশ্য আছে। অন্য দুইটীর সহিত নাই। ছদ্দে দুইটী একটী আদিতে ও অপরটী অন্তে ব্যবহৃত হয়। আরবী ও পারসী ছাদ ও ছিন্। কার্য্য-কালে ছ। উহার সহিত বিপরীত ভাবে সাদৃশ্য আছে। গ্রীক ছিগ্মা তিনটী। কার্য্যকালে ছ। উহার সহিত কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য। লাটীন্ এছ। কার্য্যকালে ছ ও স। উহার সহিত যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে।

জ উচ্চারণ-স্থান তালু। স্পৃষ্ট। সংবার নাদ ঘোষ ও অল্পপ্রাণ। হিব্রুতে জায়েন্। কার্য্যকালে বিবৃত জ। ইহার সহিত একদেশ সাদৃশ্য। আরবী ও পারসী জিম্ জে ও জোয়। শেষ দুইটীর উচ্চারণ বিবৃত জ। কার্য্য-কালে জ। উহার সহিত একদেশ সাদৃশ্য আছে। গ্রীক্ জিতা। উচ্চারণ বিবৃত জ। কার্য্যকালে জ। জিতা তিনটী আদ্য মধ্য ও অন্ত্য। জ এর সহিত একদেশ সাদৃশ্য। জিতা জায়েন্ হইতে গৃহীত। লাটীন্ জে ও জেড্ কার্য্যকালে জ ও বিবৃত জ। উহার সহিত সাদৃশ্য নাই।

ঝ উচ্চারণ-স্থান তালু। স্পৃষ্ট। সংবার নাদ ঘোষ ও মহাপ্রাণ। এই বর্ণ অন্য কোন ভাষায় নাই।

ঞ উচ্চারণ-স্থান সানুনাসিক তালু। স্পৃষ্ট। সংবার নাদ ঘোষ অল্পপ্রাণ। অন্য কোন ভাষায় নাই।

ট উচ্চারণ-স্থান মূর্দ্ধা। স্পৃষ্ট। বিবার শ্বাস অঘোষ ও অল্পপ্রাণ। অন্য কোন ভাষায় নাই।

ঠ উচ্চারণ-স্থান মূর্দ্ধা। স্পৃষ্ট। বিবার শ্বাস অঘোষ ও মহাপ্রাণ। অন্য কোন ভাষায় নাই।

ড উচ্চারণ-স্থান মূর্দ্ধা। স্পৃষ্ট। সংবার নাদ ঘোষ ও অল্পপ্রাণ। অন্য কোন ভাষায় নাই।

ঢ উচ্চারণ-স্থান মূর্দ্ধা। স্পৃষ্ট। সংবার নাদ ঘোষ ও মহাপ্রাণ। অন্য কোন ভাষায় নাই।

ণ উচ্চারণ-স্থান সানুনাসিক মূর্দ্ধা। স্পৃষ্ট। সংবার নাদ ঘোষ ও অল্পপ্রাণ। অন্য কোন ভাষায় নাই।

ত উচ্চারণ-স্থান দন্ত। স্পৃষ্ট। বিবার শ্বাস অঘোষ অল্পপ্রাণ। হিব্রু তাও এবং তেথ। কার্য্যকালে ত। উহার সহিত সাদৃশ্য নাই। আরবী ও পারসী তে ও তোয় কার্য্যকালে ত। উহার সহিত যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য। গ্রীক্ ত তিনটী। আদ্য মধ্য ও অন্ত্য। এইটী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংস্কৃত হইতে গৃহীত। ইহার সহিত সাদৃশ্য আছে। লাটীন্ তি। কার্য্যকালে ত। ইহার সহিত সাদৃশ্য আছে।

থ উচ্চারণ-স্থান দন্ত। স্পৃষ্ট। সংবার নাদ অঘোষ ও মহাপ্রাণ। হিব্রু আরবী পারসী ও লাটীনে এই বর্ণ নাই। গ্রীক্ থিতা তিনটী। কার্য্যকালে থ। উহার সহিত একদেশ সাদৃশ্য। এইটী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংস্কৃত হইতে গৃহীত।

দ উচ্চারণ-স্থান দন্ত। স্পৃষ্ট। সংবার নাদ ঘোষ ও অল্পপ্রাণ। হিব্রু দালৎ। কার্য্যকালে দ। ইহার সহিত একদেশ সাদৃশ্য। আরবী ও পারসী দাল।

কার্য্যকালে দ। উহার সহিত একদেশ সাদৃশ্য। গ্রীক্ দেল্‌তা কার্য্যকালে দ। উহা হিব্রু দালৎ হইতে গৃহীত। লাটীন্ দি কার্য্যে দ। দএর সহিত এ দুইটীর সাদৃশ্য নাই।

ধ উচ্চারণ-স্থান দন্ত। স্পৃষ্ট। সংবার নাদ ঘোষ ও মহাপ্রাণ। অন্য কোন ভাষায় নাই।

ন উচ্চারণ-স্থান সানুনাসিক দন্ত। স্পৃষ্ট। সংবার নাদ ঘোষ ও অল্পপ্রাণ। হিব্রু নুন্ দুইটী। আদ্য ও অন্ত্য। কার্য্যকালে ন। উহার সহিত সাদৃশ্য আছে। আরবী ও পারসী নুন্ কার্য্যকালে ন। উহার সহিত যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য। গ্রীক্ নিউ দুইটী। আদ্য ও অন্ত্য। কার্য্যকালে ন। উহার সহিত একদেশ সাদৃশ্য। লাটীন্ এন্ কার্য্যকালে ন। ইহার সহিত একদেশ সাদৃশ্য।

প উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠ। স্পৃষ্ট। বিবার শ্বাস অঘোষ অল্পপ্রাণ। হিব্রু ও আরবীতে এই অক্ষর নাই। পারসী পে। কার্য্যকালে প। উহার সহিত সাদৃশ্য নাই। গ্রীক্ পাই তিনটী আদ্য মধ্য ও অন্ত্য। কার্য্যকালে প। উহার সহিত সাদৃশ্য আছে। লাটীন্ পি। কার্য্যকালে প। উহার সহিত বিপরীতভাবে সাদৃশ্য আছে।

ফ উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠ। স্পৃষ্ট। বিবার শ্বাস অঘোষ

ও মহাপ্রাণ। হিব্রু ফে দুইটী। আদ্য ও অন্ত্য। কার্য্য-কালে ফ। এইটী পএর স্থানেও ব্যবহৃত হয়। উহার সহিত সাদৃশ্য আছে। আর্‌বী ও পার্‌সী ফে। কার্য্য-কালে ফ। উহার সহিত সাদৃশ্য নাই। গ্রীক্ ফাই দুইটি। কার্য্যকালে ফ। উহার সহিত কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। লাটীন্ এফ্। ফয়ের সহিত একদেশ সাদৃশ্য।

ব উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠ। স্পৃষ্ট। সংবার নাদ ঘোষ ও অল্পপ্রাণ। হিব্রু বেত। কার্য্যকালে ব। উহার সহিত একদেশ সাদৃশ্য আছে। এটী ভএর স্থানে ও ব্যবহৃত হয়। আরবী ও পারসী বে কার্য্যকালে ব। উহার সহিত সাদৃশ্য নাই। গ্রীক্ বিতা তিনটী। কার্য্যকালে ব। উহার সহিত সাদৃশ্য আছে। এইটী বেত হইতে গৃহীত। লাটীন্ বি। কার্য্যকালে ব। উহার সহিত সাদৃশ্য আছে।

ভ উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠ। স্পৃষ্ট। সংবার নাদ ঘোষ ও মহাপ্রাণ। অন্য কোন ভাষায় নাই।

ম উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠ। স্পৃষ্ট। সংবার নাদ ঘোষ ও অল্পপ্রাণ। হিব্রু মিম্ দুইটী। কার্য্যকালে ম। উহার সহিত সাদৃশ্য আছে। আরবী ও পারসী মিম্। কার্য্য-কালে ম। ইহাদের সহিত একদেশ সাদৃশ্য আছে। গ্রীক্

মিউ দুইটী। কার্য্যকালে ম্। উহার সহিত একদেশ সাদৃশ্য। লাটীন্ এম্। কার্য্যকালে ম। উহার সহিত একদেশ সাদৃশ্য।

য উচ্চারণ-স্থান তালু। ঈষৎ-স্পৃষ্ট। সংবার নাদ ঘোষ ও অল্পপ্রাণ। অন্যান্য ভাষায় এই বর্ণ সম্বন্ধে জএর স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। যখন এই বর্ণের য় উচ্চারণ হয় তখন হিব্রু এয়ুদএর আরবী ও পারসী আয়েন্ ও এয়ার সাম্য হয়। উহারা কার্য্যকালে য় হয়। এয়া কার্য্যকালে ইকার ও একার হয়। লাটীন্ ওয়াই। কার্য্যকালে য়।

র উচ্চারণ-স্থান মূর্দ্ধা। ঈষৎ-স্পৃষ্ট। সংবার নাদ ঘোষ ও অল্পপ্রাণ। হিব্রু রেষ। কার্য্যকালে র। ইহার সহিত বিপরীত ভাবে সাদৃশ্য। আরবী ও পারসী রে। কার্য্যকালে র উহার সহিত বিপরীত-ভাবে সাদৃশ্য। গ্রীক্ হ্রো দুইটী। কার্য্যকালে র। উহার সহিত একদেশ সাদৃশ্য। লাটীন্ আর। কার্য্যকালে র। উহার সহিত একদেশ সাম্যত্ব।

ল উচ্চারণ-স্থান দন্ত। অন্য সমস্তই রএর ন্যায়। হিব্রু লমিদ্। কার্য্যকালে ল। উহার সহিত একদেশ সাম্যত্ব। আরবী ও পারসী লাম। কার্য্যকালে ল। উহার

সহিত কথঞ্চিৎ সাম্যত্ব। গ্রীক্ লাম্দা দুইটী। কার্য্য-কালে ল। উহার সহিত কথঞ্চিৎ সাম্যত্ব। উহা হিব্রু লমিদ হইতে গৃহীত। লাটীন্ এল কার্য্যকালে ল। উহার সহিত বিপরীত ভাবে সাম্যত্ব।

ব উচ্চারণ-স্থান দন্তোষ্ঠ। অন্য সমস্তই রএর ন্যায়। হিব্রু আরবী ও পারসী ভাষায় ওয়াওএর সাম্য। গ্রীকে নাই। লাটীন্ ভি। কার্য্যকালে অন্তস্থ ব। ভিএর সহিত বিপরীত ভাবে সাম্যত্ব।

শ উচ্চারণ-স্থান তালু। বিবৃত। বিবার শ্বাস অঘোষ ও মহাপ্রাণ। হিব্রু আরবী ও পারসী ভাষায় ছিন্। কার্য্যকালে শ। উহার সহিত যৎকিঞ্চিৎ সাম্যত্ব। অন্য কোন ভাষায় নাই।

ষ উচ্চারণ-স্থান মূর্দ্ধা। বিবৃত। বিবার শ্বাস অঘোষ ও মহাপ্রাণ। এই বর্ণ অন্য কোন ভাষায় নাই।

স উচ্চারণ-স্থান দন্ত। বিবৃত। বিবার শ্বাস অঘোষ ও মহাপ্রাণ। এই বর্ণের সহিত হিব্রু ছমক্ ও ছিন্ আরবী ও পারসী ছিন ও গ্রীক্ ছিগ্‌মা ও লাটীন্ এছ্এর সহিত উচ্চারণের সাম্যত্ব আছে। আকৃতি-গত সাদৃশ্য যৎকিঞ্চিৎ।

হ উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠ। বিবৃত। সংবার নাদ ঘোষ ও মহাপ্রাণ। হিব্রু হে ও হেথ্ কার্য্যকালে হ। উহার

সহিত কথঞ্চিত সাদৃশ্য আছে। আরবী ও পারসী হে। উহা দুইটী। কার্য্যকালে হ। উহার সহিত একদেশ সাম্যত্ব আছে। গ্রীকে এই বর্ণ নাই। লাটীন্ এইচ। কার্য্যকালে হ। উহার সহিত সাদৃশ্য নাই।

ঁ উচ্চারণ-স্থান নাসিকা। সংবার নাদ ঘোষ ও মহাপ্রাণ। অন্য কোন ভাষায় নাই।

ঃ উচ্চারণ-স্থান জিহ্বামূল। বিবার শ্বাস অঘোষ ও মহাপ্রাণ। অন্য কোন ভাষায় নাই।

সংস্কৃত ভাষার এই ঊনপঞ্চাশৎ বর্ণের কথা বলা হইল। ইহাতে ক্ষ যোগ করিলে পঞ্চাশৎ বর্ণ হয়। কিন্তু সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে ত্রিষষ্টি কিম্বা চতুঃষষ্ঠি বর্ণ আছে এই কথা মহাদেবের মতানুসারে স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন। যথা—

> ত্রিষষ্টিশ্চ চতুঃষষ্টির্বা বর্ণা শম্ভুমতে মতাঃ।
> প্রাকৃতে সংস্কৃতে চাপি স্বয়ং প্রোক্তাঃ স্বয়ম্ভুবা॥ সা°।

পূর্ব্বোক্ত ঊনপঞ্চাশৎ কিম্বা পঞ্চাশৎ বর্ণে সন্ধ্যক্ষর ১২ এবং জিহ্বামূলীয় ও উপাধ্মানীয় ২, যোগ করিলে ৬৩ কিম্বা ৬৪ বর্ণ হয়। এত বাহুল্য অক্ষর অন্য কোন ভাষার নাই। অন্যান্য ভাষায় প্রায়শঃ ইহার অর্দ্ধেক অক্ষর ও দেখিতে পাওয়া যায় না।

সংস্কৃতে সংযুক্ত বর্ণ অনেক। হিব্রুতে সংযুক্ত বর্ণ নাই। আরবী পারসীতে একটী লামালেফ্। গ্রীকে তিনটী প্সাই (প্স) ক্সাই (ক্ষ) ও জিতা (ত্স ৎস দ্স)। লাটীনে দুইটী এক্স (ক্ষ) ও জেড্ (দ্স)।

জিহ্বা কোমল ও সূক্ষ্ম হইলে সংযুক্ত বর্ণ উচ্চারণ হয় অন্যথা হয় না। সাত্ত্বিক আহারে জিহ্বা কোমল ও সূক্ষ্ম হয়। রাজসিক ও তামসিক আহারে স্থূল ও কঠিন হয়। ইহাতে জল বায়ুরও সম্পর্ক আছে কিন্তু উহা আনুসঙ্গিক মাত্র।

অক্ষর সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা বলা হইল তদ্দ্বারা ইহা প্রতীয়মান হইবে যে সংস্কৃত অক্ষরে অনুবন্ধ নাই। কিন্তু অন্য সমস্ত অক্ষরে অনুবন্ধ আছে। ঐ অনুবন্ধ বাদ দিলে যে স্বরূপ থাকে উহাই সংস্কৃত অক্ষরের স্বরূপ। যথা সংস্কৃত ক। ইহার অনুবন্ধ নাই। সর্ব্বত্র সকল অবস্থায় ক থাকিবে। হিব্রু আরবী ও পারসী কাফ্। গ্রীক ক্যাপা। লাটীন্ কে। কাফের অনুবন্ধ আফ্ ক্যাপার য়্যাপা কের একার বাদ দিলে স্বরূপ ক থাকে। উহাই সংস্কৃত ক। অন্যান্য অক্ষর সম্বন্ধেও ঐ প্রকার। সংস্কৃত অক্ষর যে সকল অক্ষরের মূল ইহাও তাহার অন্যতম প্রমাণ।

অক্ষর সকল কেবল কতকগুলি সরল ও বক্র রেখার সমষ্টি মাত্র। তাহা হইলেও সংস্কৃত অক্ষর সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও সমান কিন্তু অন্য কোন ভাষার অক্ষর তাদৃশ নহে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে উহারা আংশিক অনুকরণ মাত্র।

সংস্কৃত বর্ণ দেবতাত্মক ও দেবতাবাচক। অন্য কোন ভাষার বর্ণ তদ্রূপ নহে। তবে হিব্রু ভাষার অক্ষরগুলি পশু সরীসৃপ শরীরাবয়ব ও অন্যান্য পদার্থবাচী এবং উহাদের আকৃতিও বাচ্য পদার্থের একদেশসাম্য। যথা আলেফ্ অর্থ বৃষ। বৃষের মস্তকের সহিত আলেফের সাদৃশ্য আছে। তেথ্ অর্থ সর্প। বাচ্য ও বাচকের আকৃতিগত সাম্যত্ব আছে। ইহাদ্বারা স্পষ্ট বোধ হয় যে অন্যান্য ভাষার অক্ষর আদিম নহে। উহারা অনুকরণ মাত্র।

সংস্কৃত অক্ষরে অনুবন্ধ নাই। অন্য সমস্ত অক্ষরে অনুবন্ধ আছে। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে শব্দ-স্বরূপ উচ্চারণ করিতে অনুবন্ধের কোন আবশ্যকতা নাই। সানুবন্ধ-বর্ণের স্বরূপগ্রহণ করিতে হইলেও অনুবন্ধ বাদ দিয়া করিতে হয়। তাহা হইলে এ স্থলে এই অনুমান হয় যে সানুবন্ধ বর্ণ উচ্চারণ করার কোন একটী বিশেষ

কারণ আছে। ব্যাকরণে যে অনুবন্ধের যে কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে ইহাতে সে কারণ নাই। মুখ-নাসিকাদি স্থান ও প্রযত্ন-ভেদও ইহার কারণ নহে কারণ যে ভাষায় যে বর্ণ অনুবন্ধের সহিত উচ্চারিত হয় সেই ভাষায় সেই বর্ণের স্বরূপও উচ্চারিত হয়। দেশকাল ও আহার্য্য-ভেদও ইহার কারণ নহে। কারণ যে দেশে যে কালে যে আহার্য্যে যে অনুবন্ধের উচ্চারণ হয় সেই দেশে সেই কালে সেই আহার্য্যে স্বরূপেরও উচ্চারণ হয়। তাহা হইলে যে বিশেষ কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে উহা এই সকল ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ কারণ হইবে। আমাদিগের অনুমান হয় যে সগর রাজার শাসনই এই বিশেষ কারণ। তিনি ক্ষত্রিয়দিগকে নিঃস্বাধ্যায় বষট্‌কার করিয়া নির্ব্বাসন করেন সুতরাং তাহারা সংস্কৃত বর্ণের উচ্চারণ করিতে নিষিদ্ধ হন। এই নিষেধ প্রতিপালনের নিমিত্ত তাহারা বর্ণের স্বরূপ উচ্চারণ না করিয়া সানুবন্ধ বর্ণ উচ্চারণ করিতেন। অনুবন্ধই স্বরূপের আবরণ। এই কারণ ভিন্ন অনুবন্ধের অন্য কোন কারণ আমরা দেখিতে পাই না। অন্যান্য পাঁচটী ভাষার মধ্যে কেবল গ্রীক্ ভাষায় তকারের ও লাটীন্ ভাষায় ওকারের স্বরূপ উচ্চারণ হয়। কেবল দুইটী ভাষায় দুইটী মাত্র বর্ণের

স্বরূপ উচ্চারিত হইলে আমাদের এই সিদ্ধান্তের কোনরূপ ব্যাঘাত হওয়ার সম্ভব নাই।

সমস্ত ভাষার অপেক্ষা সংস্কৃত ভাষার বর্ণসংখ্যা অধিক এবং ঐ ভাষার যে বর্ণের যে স্বরূপ অন্যান্য ভাষার সেই বর্ণের অনুবন্ধ বাদ দিলে ঠিক সেই স্বরূপ হয়। তবে উচ্চারণ কালে কোন কোন বর্ণের সংবৃত কিম্বা বিবৃত উচ্চারণ হয় কিন্তু তাহাতে স্বরূপ নষ্ট হয় না। সংস্কৃতাক্ষর যে সকল অক্ষরের মূল ইহাও তাহার একটী প্রমাণ। কারণ আণবিক পদার্থ মহৎ পদার্থের মধ্যে নিবিষ্ট হয় কিন্তু মহৎ পদার্থ অণু-পদার্থের মধ্যে নিবিষ্ট হয় না। দ্বিতীয়তঃ যদি সংস্কৃতাক্ষর মূল না হইত তাহা হইলে অন্যান্য ভাষার অক্ষর তৎস্বরূপ হইত না। একটী মূল হইতে যাহা উৎপন্ন হইবে তাহা তৎসদৃশই হইবে। অন্যথা বর্ণের স্বরূপ অবশ্যই পৃথক্ হইত।

যদি কেহ বলেন যে মুখনাসিকাদির অভিঘাতজন্য যে শব্দ উচ্চারিত হয় তাহা ককারাদি বর্ণ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা এই কথার সারবত্ত্বা স্বীকার করি না। যদি তাহা হইত তাহা হইলে পশু-পক্ষীরাও ককারাদিবর্ণ উচ্চারণ করিতে পারিত এবং

সমস্ত ভাষায় সকল বর্ণ উচ্চারিত হইত। কিন্তু পশু-পক্ষীরা ককারাদি বর্ণ উচ্চারণ করিতে পারে না এব সকল ভাষায় সকল বর্ণও উচ্চারিত হয় না। ঙ ঞ ণ ঝ ঠ ঢ় ধ ঘ ভ ইত্যাদিবর্ণ সংস্কৃত ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় উচ্চারিত হয় না। অন্যান্য ভাষার মধ্যেও আবার সকল ভাষায় সকল অক্ষর পঠিত হয় না। যথা গ্রীক্‌-ভাষায় ৎ পঠিত হয় কিন্তু অন্যান্য ভাষায় উহা পঠিত হয় না। আবার গ্রীকে য় পঠিত হয় না কিন্তু অন্যান্য ভাষায় উহা পঠিত হয় ইত্যাদি।

উচ্চারণ-স্থান বাহ্য ও আভ্যন্তর-প্রযত্ন-ভেদে সংস্কৃত বর্ণের সবর্ণাসবর্ণ সংবার নাদ ঘোষ অল্পপ্রাণ ও মহা-প্রাণাদি যাদৃশ বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা করা হইয়াছে ও তৎ সম্বন্ধে যাদৃশ সূক্ষ্মবিচার আছে তাহা অন্য কোন ভাষায় নাই। বিশেষতঃ অকারাদি স্বরবর্ণের যেরূপ প্রভেদ করা হইয়াছে তাহা অতীব গভীর। হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত সানুনাসিক নিরনুনাসিক উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত ভেদে প্রত্যেক স্বর-বর্ণের দ্বাদশ ও অষ্টাদশাদি প্রকার ভেদ করা হইয়াছে। তৎস্বরূপ দূরে থাক্‌ তাহার ছায়াও অন্য কোন ভাষায় দৃষ্ট হয় না। এ সম্বন্ধে সম্প্রতি অন্যান্য ভাষায় যে কিছু দৃষ্ট হয় তাহা সংস্কৃত হইতে গৃহীত।

সংস্কৃতে স্পার্শবর্ণের যোজনা যাদৃশ পরিপাটী সেরূপ অন্য কোন ভাষায় দৃষ্ট হয় না। প্রথম একটী অল্পপ্রাণ পরে একটী মহাপ্রাণ এইরূপ দুইবার আবৃত্তির পর একটী অনুনাসিক। যথা ক খ গ ঘ ঙ। ক অল্পপ্রাণ খ মহাপ্রাণ গ অল্পপ্রাণ ঘ মহাপ্রাণ ঙ অনুনাসিক। এই প্রণালীতে সমস্ত স্পার্শবর্ণের যোজনা। এই প্রকার বর্ণ-যোজনায় বর্ণের আবৃত্তি যাদৃশ মধুর হয় অন্য কোন ভাষায় বর্ণের আবৃত্তি তাদৃশ মধুর হয় না। কারণ উহাতে ঐ প্রকার যোজনা নাই। কেবল গ্রীক্ ভাষায় এই অনু-করণে ছয়টী মাত্র বর্ণ-যোজনা করা যায়। কিন্তু ঐ ভাষার ব্যাকরণে ঐরূপ যোজনা নাই। যথা পাঁই ফাই বিতা প ফ ব। ক্যাপা খাই গ্যামা ক খ গ। ত থিতা দেল্‌তা ত থ দ। সংস্কৃত যে গ্রীক্ ভাষার মাতা ইহাও তাহার অন্যতম প্রমাণ।

হিব্রু আরবী পারসী গ্রীক্ ও লাটীন্ ভাষায় এক অক্ষর দুই তিনটী করিয়া আছে। দুইটী অক্ষরের একটী বড় ও একটী ছোট। বড়টী আদিতে ও ছোটটী অন্তে ব্যবহৃত হয়। তিনটী অক্ষরের একটী আদিতে একটী মধ্যে ও একটী অন্তে ব্যবহৃত হয়। হিব্রুতে কতকগুলি অক্ষর দুইটী করিয়া আছে। একটী আদ্য ও একটী

অন্ত্য। আরবী ও পারসীতে এক অক্ষর দুই তিনটী করিয়া আছে। তিনটীর একটী আদিতে একটী মধ্যে ও একটী অন্তে ব্যবহৃত হয়। গ্রীকে ও লাটীনে ঠিক ঐ অনুকরণে দুই তিনটী অক্ষরের ব্যবহার হয়। এ পক্ষে গ্রীক্ ও লাটীন্ যে ত্রিমাতৃক তাহাও বলা যাইতে পারে। দুই তিনটী অক্ষর সাঙ্কেতিক। আর্য্যগণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি যখন বিষ্ণুক্রান্ত অশ্বক্রান্ত ও রথক্রান্তের সকল স্থানে গমন করিয়া তত্তৎস্থানে সংস্থাপিত হন তখন আমাদের এই অনুমান হয় যে তাহাদের সকল সম্প্রদায়ে তুল্যরূপ বিদ্বান্ ছিলেন না। কোন সম্প্রদায়ে কেবল বিদ্বান্ কোন সম্প্রদায়ে বিদ্বানবিদ্বান্ এবং কোন সম্প্রদায়ে কেবল অবিদ্বান্ ছিলেন। সংস্কৃতের যে জ্ঞান তাহাদের ছিল তদনুসারে কালক্রমে যখন তাহারা ভাষা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হন তখন সগর রাজার শাসন-হেতুক সংস্কৃত বর্ণ ও শব্দ ব্যবহার করিতে না পারিয়া তাহারা সানুবন্ধ ও সংস্কৃত অক্ষরের একদেশ-সাম্য কোনরূপ চিহ্ন ব্যবহার করেন। তৎকালে কোন ব্যক্তি-বিশেষ একদেশ হইতে অন্যদেশে গমন করিয়া তদ্দেশের সাঙ্কেতিক বর্ণে স্বদেশ-প্রচলিত সাঙ্কেতিক বর্ণ যোগ করেন এবং যে নিরক্ষরদেশে কোন বর্ণ প্রচলিত ছিল না

অথবা কতক বর্ণ প্রচলিত ছিল তথায় স্বদেশপ্রচলিত বর্ণ প্রচার করেন। যথা ফিনিসীয় দেশ হইতে কাদ্ম নামক একব্যক্তি গ্রীস্‌দেশে আসিয়া স্বদেশপ্রচলিত ১৬টী অক্ষর প্রচার করেন। আমাদের বোধ হয় এই প্রকারে সাঙ্কেতিক বর্ণ ও এক অক্ষরের দুই তিনটী রূপের ব্যবহার প্রচলিত হয় এবং এই কারণেই সংস্কৃত অক্ষরের সহিত অন্যান্য অক্ষরের সর্ব্বাংশে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না।

হিব্রু আরবী ও পারসী প্রভৃতি ভাষা দক্ষিণদিক্ হইতে বামদিকে লিখিত হয়। আমাদের অনুমান হয় সগর রাজার শাসন হেতুক এই প্রণালী অবলম্বিত হয়। ইহা ভিন্ন অন্য কোন কারণ আমাদের বোধ হয় না।

চীন ভাষার অক্ষর অত্যন্ত সাঙ্কেতিক। উহা কতকগুলি সরল ও তির্য্যগ্ রেখা মাত্র। তথাপি সংস্কৃত বর্ণের সহিত উহার কোন কোন অক্ষরের একদেশ সাম্যত্ব আছে। ঐ ভাষার অক্ষর আমাদের দেশের ছাপাখানায় প্রচলিত নাই। সুতরাং আমাদের তালিকায় আমরা উহা দেখাইতে পারিলাম না। কিম্বা তৎসম্বন্ধে কোন বিচার করিতে পারিলাম না। চীনদেশ ভারত-বর্ষের নিকটবর্ত্তী। পুরাকালে বশিষ্ঠাদি ঋষির ঐ দেশে

গমনাগমন ছিল। তজ্জন্য সগর রাজার শাসন অন্যত্রা-পেক্ষা এই দেশে দৃঢ়রূপে প্রবল ছিল। চীন ভাষার অক্ষর অত্যন্ত সাঙ্কেতিক হওয়ার এই এক কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

বর্ণোৎপত্তি সম্বন্ধে এই যে কিঞ্চিৎ বলা হইল ইহা দ্বারা প্রতিপাদিত হইবে যে সংস্কৃত-অক্ষর সকল অক্ষরের মূল এবং উহা হইতে অন্যান্য অক্ষর উৎপন্ন হইয়াছে।

আধুনিক অক্ষর-সম্বন্ধে আমরা কোন কথা বলিব না। উহা এই সকল প্রাচীন ভাষা হইতে তৎস্বরূপে অথবা আংশিকভাবে গৃহীত হইয়াছে।

অক্ষরের বলাবলানুসারে ভাষার বলাবল বিচার করিতে হইলে সংস্কৃত ভাষা যে সর্ব্বাপেক্ষা বলীয়সী তাহা অবশ্যই বলিতে হইবে কারণ ঐ ভাষায় যত মহাপ্রাণ বর্ণ আছে তত মহাপ্রাণ বর্ণ অন্য কোন ভাষায় নাই।

সকল মনুষ্যই এক হইতে সৃষ্ট এবং সকল ভাষাও এক হইতে উৎপন্ন। ইহাই আমাদের পরস্পরের ভ্রাতৃভাবের প্রধান হেতু। এই ভ্রাতৃভাব সার্ব্বজনিক হইলে পৃথিবী স্বর্গ তুল্য স্থান হইত এবং মনুষ্যদিগেরও কতকাংশে দেবত্ব লাভ হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সমুদ্র-ব্যবধান পর্ব্বত-ব্যবধান কিম্বা নদী-ব্যবধান অথবা

বর্ণ-বৈষম্য শত্রুতার কারণ হইয়া উঠে। প্রাচীন ভাষা পাঠ ও সেই সকল ভাষার বর্ণ ও শব্দসাম্য বিচার এই ভ্রাতৃভাব প্রগাঢ় হওয়ার একটী প্রধান উপায়। আমাদের বিবেচনায় প্রতিব্যক্তিরই এ বিষয়ে যথাসাধ্য যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে অন্তঃকরণ উদার হইবে সর্ব্বত্র সার্ব্বজনিক মিত্রতা বিরাজমান হইবে মনুষ্যের পশ্বাদিবৃত্তি লোপ হইবে এবং সম্যক্ দেববৃত্তি উদ্ভাসিত হইবে।

পঞ্চমাধ্যায়।

কতিপয় বৈদেশিকমত ও তৎসম্বন্ধে বিচার—জগদীশ।

এই অধ্যায়ে আমরা পাশ্চাত্য সুধীগণের কয়েকটী সিদ্ধান্তের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিব। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রথমতঃ সংস্কৃত ভাষার সত্তা পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন নাই। তাহাদের এইরূপ ধারণা ছিল যে সংস্কৃতভাষা কেবল ব্রাহ্মণদিগের চতুরতা মাত্র। তাহারা মনে করিতেন যে গ্রীক্ লাটীন্ ভাষাই যথেষ্ট। ইহার অতিরিক্ত ভাষা অনাবশ্যক ও অসম্ভব। তাহারা গ্রীক্ ভাষাকে অতিশয় আদর করিতেন এবং মনে করিতেন যে উহার ন্যায় বিচিত্র ও অপূর্ব্ব ভাষা আর নাই। পরে তাহাদের দেশে সংস্কৃত প্রচার হইলে তাহারা বাধ্য হইয়া উহার সত্তা স্বীকার করেন এবং উহাকে সর্ব্বাপেক্ষা আদিম ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া অঙ্গীকার করেন। কিন্তু পরক্ষণে তাহারা বলেন যে সংস্কৃত হইতে তাহাদের কিছুই শিখিবার নাই। এই ভ্রম পরে সংশোধন হইয়াছে।

কাহারও বা এরূপ অনুমান যে স্কন্দনাভীয় দেশে মনুষ্যের প্রথমোৎপত্তি হয়। এই অনুমানের কিঞ্চিৎ হেতুও আছে। অনার্য্যত্বপ্রাপ্ত-ব্রাহ্মণাদির এক সম্প্রদায় অশ্বক্রান্তের উত্তরভাগে সংস্থাপিত হন। বোধ হয় ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে স্কন্দনাভ নামক কোন এক প্রধান ব্যক্তির দ্বারা ঐ দেশের নামকরণ হয় এবং এই কারণেই বোধ হয় তাহারা ঐরূপ অনুমান করিয়াছেন। আর্য্যজাতির অর্থাৎ অনার্য্যত্বপ্রাপ্ত-ব্রাহ্মণাদির ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বিষ্ণুক্রান্ত অশ্বক্রান্ত রথক্রান্ত ও কুমারদ্বীপের সকল স্থানে কালক্রমে পরিব্যাপ্ত হন। তাহারা যে যে স্থানে বাস করেন সেই সেই স্থানের আদিম মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা আদিম নহেন। তাহারা যে যে স্থানে বাস করেন সেই সেই স্থানের নগর পল্লী ইত্যাদির নাম সংস্কৃত-শব্দের দ্বারা করেন এবং তাহারা যে সকল দেবতার পূজা করিতেন সেই সকল দেবতার পূজাও প্রবর্ত্তিত করেন। তাহারা নিঃসাধ্যায় বষট্কার হইয়া নির্ব্বাসিত হইলেও তাহাদের সংস্কৃত-শব্দের ও দেবতার জ্ঞান অবশ্যই ছিল। কিন্তু কালক্রমে ঐ উভয় জ্ঞানের বিকৃতি হইয়াছিল ও দেবতার আকার চরিত্র ও পূজা সম্বন্ধে অনেক বৈপরীত্য

ঘটিয়াছিল। তাহারা প্রথমতঃ যে দেশ নগর পল্লী পর্ব্বত ও নদ নদীর যে নামকরণ করেন তাহা কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আরব পারসীক গ্রীক্ ও রোমীয়েরা অনেকাংশে এই পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন। তথাপি ঐ সকল নাম অদ্যাপি একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই কিন্তু অপভ্রংশরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। যথা Hem হেম্ Ham হাম্ Heim হীম্ ও Dam ডাম্ প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত ধাম শব্দের অপভ্রংশ। যেমন Rotterdam রটারডাম্। Rotter রটার রুদ্র dam ডাম্ ধাম্। Rotterdam রুদ্র-ধাম। আর্য্যজাতির অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির মধ্যে শিব পূজার অতিশয় প্রসিদ্ধি। এই পূজা প্রত্যহ করিতে হয়। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রের শাসন অতি কঠীন। যাহার বাটীতে প্রত্যহ শিব পূজা না হয় তাহার অন্ন চাণ্ডালান্নের তুল্য। এই কঠোর শাসন হেতুক শিবপূজার এত প্রসিদ্ধি। আর্য্যগণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন সেই স্থানে অগ্রেই শিবপূজা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন ও তন্নামকরণে নগরাদিরও আখ্যা দিয়াছিলেন। রথক্রান্তের মিশ্রদেশে যে অনার্য্যত্ব-প্রাপ্ত ব্রাহ্মণাদি বাস করেন তাহারা বৃষবাহন অসিরীশ দেব ও তৎপত্নী আইসীশ দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। অসিরীশ

ঈশ্বর শব্দের ও আইসীশ ঈশ্বরী বা ঈশানী শব্দের অপভ্রংশ। তাহা হইলে এই দেব ও দেবী মহাদেব ও পার্ব্বতী হইতেছেন। মহাদেবের ন্যায় অসিরীশের বাহন বৃষ হস্তে ত্রিশূল পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও সর্প শিরোভূষণ ছিল। মহাদেবের ন্যায় অসিরীশ দুগ্ধ দ্বারা স্নপিত ও বিল্বপত্র দ্বারা পূজিত হইতেন।

সিরীয় দেশের অন্তর্গত হায়েরোপলিষ নগরে এক দেব ও দেবীর প্রতিমা ছিল। দেব বৃষবাহন ও দেবী সিংহবাহিনী ছিলেন। তাহা হইলে ইহারাও মহাদেব ও পার্ব্বতী হইতেছেন।

ইহুদীদিগের মধ্যে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষ এব্রাহিমের পিতা কোন হিন্দু-মন্দিরের পূজক ছিলেন। ঐ মন্দির অবশ্যই মহাদেবের মন্দির হইবে। ঐ জাতি যে অনার্য্যত্বপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণাদির বংশসম্ভূত ইহাও তাহার অন্যতম প্রমাণ।

আর্য্যদের দেব দেবীর পূজা প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমীয় জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল কিন্তু ঐ পূজায় মন্ত্রাদির ব্যবহার ছিল না। অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তাহাতে মেদ ও মাংসদ্বারা আহুতি প্রদত্ত হইত এবং সঙ্গীত ও আমোদ প্রমোদ করিয়া পূজা সমাপ্ত হইত।

অমন্ত্রক পূজার হেতু এই যে বেদাদি-শাস্ত্র বিরহিত হইয়া যখন তাহারা নির্ব্বাসিত হন তখন তাহাদের হোমাদি কার্য্যের জ্ঞান ছিল কিন্তু পুস্তক ছিল না এবং মন্ত্রও স্মরণ ছিল না। এই নিমিত্ত তাহারা মন্ত্র-ব্যবহার করিতে পারেন নাই। এইরূপ অমন্ত্রক-পূজাও আমাদের শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বিনামন্ত্রৈস্তামসী স্যাৎ। মন্ত্র রাহিত্য-পূজা তামসিক পূজা। আর্য্যদিগের অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির বেদাদি-শাস্ত্র বিরহিত হইয়া নির্ব্বাসনের এইটী দৃঢ়তর প্রমাণ।

অনেক দেশাদির নামকরণও ঐরূপ বিলুপ্ত বা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন দেশের নাম একেবারে লোপ হয় নাই কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যথা অশ্বীয়া হইতে Austria অষ্ট্রীয়া। রুষক বা করুষক হইতে Russia রুষিয়া। আবর্ত্তন হইতে Britain ব্রীটেন। তুরস্ক হইতে Turkey টারকী। সূর্য্যারিকা হইতে Africa আফ্রিকা। কুমার হইতে America আমেরিকা। এই কুমার-দ্বীপে মহীরাবণের বাস ছিল। অযোধ্যার সূর্য্যবংশোদ্ভব রাজা শ্রীরামচন্দ্রের সময় হইতে এই দেশ অনেক কাল পর্য্যন্ত অযোধ্যার অধিগত ছিল। তৎপরে সৌরাষ্ট্রদেশের শূরসেন রাজাদিগের হস্তগত হয়। তাহার

পর হিন্দুদিগের হস্ত হইতে উহার বিচ্যুতি ঘটে। এই দেশের অন্তর্গত পেরু নামক প্রদেশের রাজারা আপনা-দিগকে সূর্য্যবংশোদ্ভব বলিতেন এবং রামসীতোয়া নামে একটী মহোৎসবও করিতেন। এ বিষয়ে আরও বহু প্রমাণ আছে। সুমালী হইতে Somali সুমালী। এই নামটী ঠিক আছে। ইহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। এই স্থানে রাবণের অনুচর সুমালীর বাস ছিল। বার্লীন হইতে Berlin বার্লীন। পুরাকালে জর্ম্মন্ দেশ বহু বন হ্রদ ও পল্বলে পরিপূর্ণ ছিল এবং উহা হইতে নীলবর্ণ বাষ্প উত্থিত হইত। জলমগ্ন ছিল বলিয়া ঐ নগরের বার্লীন সংজ্ঞা হওয়ার সম্ভব। বার্ শব্দের অর্থ জল। ভর্গধাম হইতে Hamburg হ্যামবর্গ। হ্যাম ধাম বর্গ ভর্গ অর্থ শিব। হ্যামবর্গ শিবের ধাম। বলিধাম হইতে Blenheim ব্লেন্হিম। ব্লেন্ বলিন্ হিম ধাম। বলিন্-ধাম বলিধাম। অনার্য্যত্ব-প্রাপ্ত ব্রাহ্মণেরা এই স্থানে পূজা করিতেন অথবা বলির দ্রব্য রাখিতেন। সুরথ রাজা লক্ষ বলিদান করিয়াছিলেন। তিনি যে স্থানে বলির দ্রব্য রাখিতেন তাহার নাম বলিপুরী ছিল। এখনও ঐ স্থান বোলপুর নামে খ্যাত আছে। আমাদিগের অনুমান হয় যে বলিপুরীর ন্যায় বলিধামও তদর্থবাচক। জাহ্নবী হইতে হ্রীন বা হ্রাইন্। এই নদীকে রোমকেরা

হ্রীন বলিতেন। উহার তৎপূর্ব্বের কোন অভিধান পাওয়া যায় নাই। জাহ্নবী শব্দের অপভ্রংশ হইয়া যে হ্রীন হইয়াছে আমরা দুই কারণে তাহা অনুমান করি। প্রথমতঃ জাহ্নবী শব্দের সহিত হ্রীন শব্দের একদেশ সাম্যত্ব আছে। দ্বিতীয়তঃ হিন্দুরা জাহ্নবীকে যাদৃশ পবিত্র জ্ঞান করেন প্রাচীন জর্ম্মন্ জাতিরাও হ্রীনকে তাদৃশ পূত বলিয়া মানিতেন। ব্রাহ্মণের উপাধি শর্ম্মা। এই শর্ম্মন্ শব্দ হইতে জর্ম্মন্ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। এটী শব্দসাম্য-তদর্থবাচক অপশব্দ। জএর স্থানে শকার পঠিত হইয়াছে। জকারও শকারের সাম্য বটে। শর্ম্মন্-দেশে অর্থাৎ জর্ম্মন্ দেশে শর্ম্মারা ব্রাহ্মণেরা বাস করিয়াছিলেন বলিয়া উহার ঐরূপ আখ্যা হইয়াছে। এটীও আমাদের মতের দৃঢ়তর পোষক। ক্রোষ্টা হইতে Christiania ক্রীষ্টিয়ানিয়া হইয়াছে। বোধ হয় ক্রোষ্টা প্রবরের অনার্য্যত্বপ্রাপ্ত-ব্রাহ্মণেরা ঐ স্থানে বাস করেন বলিয়া উহার উক্ত সংজ্ঞা হইয়াছে। হীরদোত ও স্ত্রাবো প্রভৃতি মহাত্মাদিগের প্রাচীনগ্রন্থে যে সকল অতি প্রাচীন জাতির ও ব্যক্তি-বিশেষের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় উহাদিগের অনেকের অভিধানের সহিত ব্রাহ্মণদিগের শাখা গোত্র ও প্রবরের অভিধানের সহিত সাম্যত্ব দৃষ্ট হয়।

সুতরাং ঐ সমস্ত প্রাচীনজাতি যে অনার্য্যত্বপ্রাপ্ত-ব্রাহ্মণাদি তাহার স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। ব্রাহ্মণের উপাধি ও গোত্রাদি হইতে যে দেশ ও নগরের আখ্যা হইয়াছে তাহারও প্রমাণ উহাদের গ্রন্থে পাওয়া যায়। সুতরাং তত্তদ্দেশ ও নগর যে অনার্য্যত্বপ্রাপ্ত-ব্রাহ্মণাদিকর্ত্তৃক অধ্যুষিত হইয়াছিল তাহাও সুস্পষ্ট অনুমিত হয়। যথা পুরাকালে স্পেন্‌দেশে যে একটী জাতি বাস করিতেন তাহারা হীরদোত কর্ত্তৃক Kunisioi কুনীষীয় নামে অভিহিত হইয়াছেন। আমাদের বোধ হয় ঐ জাতি নৈকষয়ঃ প্রবরের লোক হইবেন এবং অনার্য্যত্ব-প্রাপ্ত হইয়া ঐ দেশে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। কুনীষীয় শব্দ সংস্কৃত-শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। ফিনীষীয় দেশে Sanchoniathon শাঙ্খনিয়াথন নামে একজন অতি প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ছিলেন। আমাদের অনুমান হয় ঐ ব্যক্তি অনার্য্যত্ব-প্রাপ্ত ঋগ্বেদের শাঙ্খায়ন শাখার কোন ব্রাহ্মণ হইবেন। শাঙ্খনিয়াথন্ সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশ। এই প্রদেশের পূর্ব্বভাগে সিরীয়দেশে বৃষ-বাহন হর ও সিংহ-বাহিনী পার্ব্বতীর পূজা হইত তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

প্রাচীনকালে বিষ্ণুক্রান্তের উত্তর ও পশ্চিমভাগে এবং অশ্বক্রান্তের উত্তর পশ্চিম ও মধ্যভাগে বহুদূর

ব্যাপিয়া যে দুইটী প্রবলজাতি বাস করিতেন তাহারা সিথিয়ান্ এবং কেল্‌ত বা শেল্‌ত নামে অভিহিত হইতেন। সিথ শব্দ লাটীন্। উহার গ্রীক্ শব্দ স্কুথীশ। ঐ গ্রীক্ শব্দ হইতেই ঐ লাটীন শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। আমাদের অনুমান হয় খশ শব্দ হইতে স্কুথীশ ও শক শব্দ হইতেই শেল্‌ত শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। অনার্য্যত্ব-প্রাপ্ত ব্রাহ্মণাদির খশ ও শক সংজ্ঞা হইয়াছিল। সুতরাং অনার্য্যত্ব-প্রাপ্ত ব্রাহ্মণাদি খশ ও শক নামে তত্তৎদেশে বাস করিয়াছিলেন এইরূপ অনুমিতি সার্থক। এই অনুমানের অন্যতম হেতু এই যে ঐ দুই জাতির মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন যাহারা পূজা হোমাদি করিতেন বিদ্যা শিক্ষা দিতেন ও সমাজ সংরক্ষণ করিতেন। একার্য্য নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণের কার্য্য। শেল্‌ত জাতির মধ্যে এই সম্প্রদায়ের নাম Druid দ্রুইদ ছিল। এই Druid দ্রুইদ শব্দ কোন মহোদয় শেল্‌ত ভাষার বৃক্ষবাচী Deru দেরু শব্দ হইতে নিষ্পন্ন করিয়াছেন। Deru শব্দ সংস্কৃত বৃক্ষবাচী দারু বা দ্রু শব্দের শব্দসাম্য-তদর্থবাচক অপশব্দ। পূজকাদ্যর্থবাচক Druid শব্দ বৃক্ষবাচী Deru শব্দ হইতে নিষ্পত্তি করিলে ঐ নিষ্পত্তির কোন সার্থকতা হয় না কারণ উহাতে প্রকৃতির অর্থ

নাই। সুতরাং আমাদের মতে এই নিষ্পত্তি ভ্রামক॥ Druid দ্রুইদ্ শব্দ শেল্ত ভাষার Deru দেরু শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হয় নাই কিন্তু সংস্কৃত দ্রুবিদ্ শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এটীও শব্দসাম্য-তদর্থবাচক অপশব্দ। দ্রুং রুদ্রং বেত্তীতি দ্রুবিদ্। দ্রুকে রুদ্রকে যিনি জানেন অর্থাৎ তাহার পূজক এই অর্থে দ্রুবিদ্। এইরূপ নিষ্পত্তি সার্থক। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বোধ হয় যে অনার্য্যত্ব-প্রাপ্ত ব্রাহ্মণেরা পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিলেন এবং শাস্ত্রাদি বিরহিত হইয়াও যে কোন প্রকারে শিবপূজার অনুষ্ঠান করিতেন। দ্রু শব্দে কি প্রকারে রুদ্রকে বুঝায় তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। দ্রু ধাতু দুইটী। একটী ভ্বাদি ও একটী স্বাদিগণীয়। প্রথমটীর অর্থ গতি দ্বিতীয়টীর অর্থ অনুতাপ দ্রুন্ন দ্রুটোঽনুতাপে কংদ্রুং। এই স্বাদিগণীয় দ্রু ধাতুর উত্তর ডু প্রত্যয় করিলে দ্রু শব্দ সিদ্ধ হয় এবং যৌগিকার্থে রুদ্রকে বুঝায়। রুদ্র সংহার কর্ত্তা সুতরাং তাপদাতা। রুদ্রবিদ্ শব্দ হইতেও Druid দ্রুইদ্ শব্দের নিষ্পত্তি হইতে পারে। তাহা হইলেও অর্থ এক প্রকারই হয়।

রোমীয় সম্রাট দার্শনিক ও ইতিহাস-লেখক তাসিত তৎকৃত জর্মন্ জাতির ইতিহাসে এই কথা লিখিয়াছেন

যে প্রাচীন জর্‌মন্ জাতির আদি পুরুষ Mannus মন ছিলেন। এইটী মনু শব্দের অপভ্রংশ। তাহা হইলে তাহারা যে অনার্য্যত্ব-প্রাপ্ত ব্রাহ্মণাদির বংশ-সম্ভূত তাহাতে সন্দেহ নাই।

অশ্বক্রান্তের এইরূপ একটী পুরাবৃত্ত আছে যে Odin ওদিন নামে কোন ব্যক্তি বিষ্ণুক্রান্ত হইতে তদ্দেশে গমন করিয়া তথায় বাস করেন। এই ওদিন কে তৎসম্বন্ধে পাশ্চাত্য সুধীগণ কোন কথা বলেন নাই। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে অথর্ব্ববেদের ৯ শাখা। তন্মধ্যে একটীর নাম উত্তায়ন শাখা। এই শাখার প্রাবর্ত্তক উত্তায়ন ঋষি। ব্রাহ্মণদিগের যে সম্প্রদায় জর্‌মন্ দেশে সংস্থাপিত হন তাহারা উত্তায়নশাখার লোক ছিলেন। সুতরাং ঐ শাখার প্রাবর্ত্তক উত্তায়ন ঋষি তাহাদের আদিপুরুষ। ওদিন শব্দ উত্তায়ন শব্দের অপভ্রংশ। ফলিতার্থে উত্তায়ন তথায় যান নাই তাহার বংশধরেরা তথায় গমন করিয়াছিলেন। আর্য্যদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদির নির্ব্বাসনের পূর্ব্বে যে বেদাদি শাস্ত্র প্রচলিত ছিল এবং তাহারা যে কতকগুলি সাধারণ শব্দ লইয়া দেশান্তরে যান নাই এটীও তাহার দৃঢ়তর প্রমাণ।

"কেহ কেহ অনুমান করেন যে দ্রাবিড়ী অক্ষরই

ভারতবর্ষের আদিম অক্ষর। উহা হইতে দেবাক্ষরাদি হইয়াছে। এই ভ্রমের বোধ হয় এখন সংশোধন হইয়াছে।

কেহ কেহ এরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে আদিম নিরক্ষর মনুষ্যগণ আপনাদিগকে আর্য্য বলিতেন। তাহারা যখন দেশ-দেশান্তরে চলিয়া যান তখন তাহাদের ঐ আর্য্য সংজ্ঞাই থাকিয়া যায় এবং এই কারণে পারসী তুরস্কের অন্তর্গত দেশ-বিশেষ গ্রীস্ জর্মণি প্রভৃতি দেশের তাৎকালিক লোকেরা আপনাদিগকে আর্য্য বলিয়া পরিচয় দিতেন। কিন্তু আমাদিগের মতে এই অনুমান ভ্রামক বলিয়া বোধ হয়। আদিম মনুষ্যদিগের নিরক্ষর অবস্থাতে আর্য্য সংজ্ঞাই হইতে পারে না। কারণ আর্য্য বলিতে মুখ্যার্থে ব্রাহ্মণ ও গৌণার্থে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বুঝাইবে অন্য কোন বর্ণকে বুঝাইবে না। তাহা হইলে ব্যাকরণ ও বেদাদি শাস্ত্র প্রচলিত ও বর্ণ ব্যবস্থিত হওয়ার পর আর্য্য শব্দের অভিধান হইয়াছিল একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই আর্য্যগণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি অনার্য্যত্ব-প্রাপ্ত হইয়া বেদাদি-শাস্ত্র বিরহিত হইয়া এবং সগর রাজা কর্ত্তৃক দেশ-দেশান্তরে নির্ব্বাসিত হইয়াও ঐ আর্য্যনাম পরিত্যাগ করেন

নাই এই কথাই বলিতে হইবে। বেদাদি-শাস্ত্রের প্রচার ও বর্ণ ব্যবস্থিতির পরে যে আর্য্য-শব্দের অভিধান হয় এবং ইহার পরে যে অনার্য্যত্ব-প্রাপ্ত আর্য্যগণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির বিদেশে অভিযান হয় ইহাই আমাদের মতে এবিষয়ের নিষ্কর্ষ।

কাহারও বা এইরূপ অনুমান যে সংস্কৃতশব্দ প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই অনুমানের এই হেতু তাহারা নির্দ্দেশ করেন যে সংস্কৃতশব্দের অর্থ পরিষ্কৃত। প্রাকৃত শব্দ অপরিষ্কৃত। উহা মার্জ্জিত হইয়া সংস্কৃত শব্দ হইয়াছে। তাহাদের এই অনুমান সম্পূর্ণ ভুল। প্রাকৃতশব্দ পরিমার্জ্জিত হইয়া সংস্কৃত শব্দ হয় নাই কিন্তু সংস্কৃত শব্দ অপভ্রংশ হইয়া প্রাকৃত শব্দ হইয়াছে। সিদ্ধং প্রাকৃতং ত্রেধা। সংস্কৃতযোনি সংস্কৃতসমং দেশি-প্রসিদ্ধং। প্রা°ল°। প্রাকৃত তিন প্রকার। কতকগুলি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন কতকগুলি সংস্কৃতের তুল্য এবং কতকগুলি প্রতিদেশে প্রসিদ্ধ। তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত হয় যে প্রাকৃত শব্দ পরিষ্কৃত হইয়া সংস্কৃত শব্দ হয় নাই। সংস্কৃত শব্দের অর্থ মার্জ্জিত তাঁহা ঠিক কিন্তু তাহারা উহার যে অর্থ করেন তাহা ঠিক নহে। সংস্কৃত শব্দ প্রকৃতি-প্রত্যয়-যোগে অতি সুন্দররূপে ব্যাকৃত

হইয়াছে স্মুতরাং উহা মার্জ্জিত। এইটী ইহার মুখ্যার্থ। যেটী মার্জ্জিত সেইটীই শুদ্ধ এইটী গৌণার্থ। সংস্কৃত শব্দ প্রথমতঃ ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত এই জন্যও উহা শুদ্ধ।

পাণিনি-ব্যাকরণের সংস্কারের কথাও আমরা শুনিতে পাই। মহর্ষি পাণিনি ক্রান্তদর্শী অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালজ্ঞ। তিনি দেবতা। স্বয়ং মহেশ্বর হইতে প্রাপ্ত চতুর্দ্দশ সংজ্ঞাসূত্র অবলম্বন করিয়া তিনি ব্যাকরণের সূত্র প্রণয়ন করেন। চতুর্দ্দশ সংজ্ঞাসূত্র অবলম্বন করিয়া অনন্ত সমুদ্রবৎ ব্যাকরণ প্রণয়ন করা এবং পদপ্রয়োগ বিরহিত কেবল সূত্রের দ্বারা অনন্ত শব্দরূপ-প্রসূনকে গ্রথিত করা তাহার অলৌকিক ও পরিণত প্রজ্ঞার প্রমাণ। উহা কুশাগ্রীয় সূক্ষ্ম বুদ্ধিরও অবিষয়। আমাদের ন্যায় স্থূল বুদ্ধির ত কথাই নাই। পাণিনীয় ব্যাকরণের নাম অষ্টাধ্যায়ী কারণ উহাতে আটটী অধ্যায় আছে। আট অধ্যায়ের প্রতি অধ্যায়ে চারিটী করিয়া পাদ। তাহা হইলে সাকল্যে ৩২ পাদ। প্রথমাধ্যায়ের চতুষ্পাদে ৩৫১ দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুষ্পাদে ২৬৮ তৃতীয়াধ্যায়ের চতুষ্পাদে ৬৩১ চতুর্থাধ্যায়ের চতুষ্পাদে ৬৩৫ পঞ্চমাধ্যায়ের চতুষ্পাদে ৫৫৫ ষষ্ঠাধ্যায়ের

চতুষ্পাদে ১৭৫ সপ্তমাধ্যায়ের চতুষ্পাদে ৪৩৮ অষ্টমাধ্যায়ের চতুষ্পাদে ৩৬৯ সূত্র সাকল্যে ৩৯৮৩ সূত্র। এই সূত্রগুলি মহর্ষি পাণিনি ২১ দিনে প্রণয়ন করেন। এই দিন শব্দে সমস্ত দিন বুঝিতে হইবে না। দিবসের চতুর্থভাগের একভাগ বুঝিতে হইবে। মহর্ষি ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া স্নান তর্পণ সন্ধ্যাবন্দন বেদপাঠ ও হোমাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া কুশহস্তে সূত্র রচনা করিতেন। ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত সময়ের বিভাগানুসারে এই কার্য্যে তিনি দিবসের প্রথম ভাগের অধিক অতিবাহিত করিতে পারেন নাই। তাহা হইলে সূত্র রচনা করিতে তাহার সাকল্যে ৫ঃ দিন লাগিয়াছিল। এই সামান্য সময়ে তাদৃশ গভীর সারবান্ বিশ্বতোমুখ ৩৯৮৩ সংখ্যক সূত্র রচনা করা কি অলৌকিক ব্যাপার। অনন্ত শব্দরাশি এই কয়েকটী সূত্রের দ্বারা গ্রথিত করা কি অনির্ব্বচনীয় বিষয়। ব্রহ্মা যে প্রণালীতে পঞ্চভূত সৃষ্টি করিয়া তাহা হইতে অনন্ত স্থাবর-জঙ্গমাদি সৃষ্টি করিয়াছেন মহর্ষিও তাদৃশ প্রণালীতে অক্ষররূপ বীজ হইতে অনন্ত শব্দ ব্যাকৃত করিয়াছেন। এই সকল বিষয় মনুষ্যের বুদ্ধির গোচর নহে এবং ইহা চিন্তা করিতে গেলে আমাদিগের বুদ্ধি লোপ হইয়া যায়। এই সকল সূত্র অধিকারানুসারে

রচিত। এই নিমিত্ত লৌকিক ব্যাকরণের ন্যায় এই সকল সূত্র যথা স্থানে নিবিষ্ট নহে। সন্ধি-কারক-সমাস-তদ্ধি-তাদির সূত্র এক স্থানেই নিবদ্ধ। ঐ সকল সূত্রের আবার বৃত্তিও নাই পদও নাই। ইহার এক একটী সূত্র বাছিয়া লইয়া শব্দাদির নিষ্পত্তি করা মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত। মহর্ষি এই অষ্টাধ্যায়ী সূত্র রচনা করিয়া দেখিলেন ভাষ্য ভিন্ন লোকে ইহা বুঝিতে পারিবে না। এই নিমিত্ত তাহার শিষ্য কাত্যায়ন ঋষিকে ইহার ভাষ্য করিতে তিনি অনুমতি করিলেন। কাত্যায়ন মহর্ষি অতি প্রবীণ। তিনি যজুর্ব্বেদকে সজীব করিয়াছেন এবং বার্ত্তিক-সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু তৎকালে তাহার এমন অলৌকিক জ্ঞান হয় নাই যে তিনি অষ্টাধ্যায়ীর সূত্র বুঝিতে পারেন। কি উপায়ে তাহার ব্যাকরণ লোকে প্রচার হইবে মহর্ষি যখন এই চিন্তা করিতেছিলেন তখন এক দিন তর্পণ করার সময় যেমন তিনি এক অঞ্জলি জল হস্তে লইলেন অমনি ঐ অঞ্জলির মধ্যে একটী ক্ষুদ্র শুভ্র সর্পকে পতিত হইতে দেখিলেন। ঐ সর্পই অনন্তদেবের মূর্ত্তিস্বরূপ পতঞ্জলি ঋষি। অঞ্জলিতে পতিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম পতঞ্জলি হইয়াছে। অঞ্জলৌ পতৎ ইতি পতঞ্জলিঃ। সর্প মহর্ষিকে বলিলেন তুমি আমাকে গোনর্দ্দ পর্ব্বতে লইয়া

চল তথায় থাকিয়া আমি তোমার অষ্টাধ্যায়ীর ভাষ্য করিব। মহর্ষি তদনুসারে তাহাকে গোনর্দ্দ পর্ব্বতের এক গহ্বরে স্থাপন করিলেন। সর্প গহ্বরের দ্বার ঢাকিয়া দিতে বলিলেন এবং ঐ দ্বার উন্মুক্ত করিতে নিষেধ করিলেন। মহর্ষিও তাহাই করিলেন। পরে সর্প বলিলেন যখন আমি তোমার অষ্টাধ্যায়ীর ভাষ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তখন তুমি অবশ্যই আমার গুরু। সুতরাং গুরুমুখ হইতে সূত্রের পাঠ শুনা আমার আবশ্যক। গুরুমুখ হইতে পাঠ না শুনিলে আমি ভাষ্য করিতে পারি না। অতএব তুমি এক বার সমস্ত অষ্টাধ্যায়ী আবৃত্তি কর আমি শুনি। মহর্ষি আবৃত্তি করিলেন। সর্প উহা শুনিয়া ভাষ্য বলিতে লাগিলেন ও মহর্ষি ভূর্জ্জপত্রে উহা লিখিতে লাগিলেন। এই প্রকারে মহাভাষ্যের উৎপত্তি হয়। পূর্ব্বকালে গুরুর এতাদৃশ মান্য ছিল যে গুরুমুখ না হইয়া কেহ শাস্ত্রে প্রবৃত্ত হইতেন না। গুরুমুখ হইতে না শুনিয়া শাস্ত্র পাঠ করিলে উহা নিষ্ফল হয়। আমাদের দেশের টোলে এখনও এই প্রথা প্রচলিত আছে। সম্প্রতি পাশ্চাত্য প্রথানুসারে আমাদের দেশের ও অন্যান্য দেশের অনেকে নিজে নিজে পড়িয়াই বিদ্যাভ্যাস করেন। গুরুমুখের আবশ্যক হয় না। উহাদের বিদ্যাও তাদৃশ হইয়া থাকে।

অনন্তদেবের অবতার ভগবান্ পতঞ্জলি সর্ব্বজ্ঞ হইলেও তিনি মহর্ষি পাণিনিকে গুরু স্বীকার করিয়া এবং তাহার মুখ হইতে অষ্টাধ্যায়ীর আবৃত্তি শুনিয়া ভাষ্য প্রণয়ন করেন। ইহার অপেক্ষা গুরুভক্তির আর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত নাই। সর্পাকার ধারণ করিয়া মহর্ষি পতঞ্জলি যে ভাষ্য করেন উহার নাম ফণিভাষ্য। অপর নাম মহাভাষ্য। এই মহাভাষ্যের ন্যায় দ্বিতীয় গ্রন্থ আর সংস্কৃত ভাষাতে নাই। এই মহাভাষ্য শব্দরাশির অনন্ত সমুদ্র। এই অনন্ত সমুদ্রবৎ মহাভাষ্য ভগবান্ পতঞ্জলি ৮৪ দিনে প্রণয়ন করেন। তিনি একদিনে যতটুক ভাষ্য করিতেন তাহার নাম আহ্নিক। ভগবান্ পতঞ্জলি মহাভাষ্য প্রণয়ন করিতে মহর্ষি পাণিনির ন্যায় দিবসের চতুর্ভাগের এক ভাগের অধিক ব্যয় করিতে পারেন নাই। তাহা হইলে মহাভাষ্য প্রণয়নে সাকল্যে ২১ দিন লাগিয়াছিল। ভাষ্যকারের সময়ের চতুর্ভাগের একভাগের অধিক সূত্র-কারের আবশ্যক হয় না। এই নিমিত্ত সূত্রকারের দিনের সংখ্যা ভাষ্যাকারের দিনের চতুর্ভাগের একভাগ ধরা হইয়াছে।

মহাভাষ্যের আহ্নিকের সংখ্যা যথা—

অধ্যায়	পাদ	আহ্নিক
১	১	৯
১	২	৩
১	৩	২
১	৪	৪
		১৮
২	১	৩
২	২	২
২	৩	২
২	৪	২
		৯
৩	১	৬
৩	২	৩
৩	৩	২
৩	৪	১
		১২
৪	১	৪
৪	২	২
৪	৩	২
৪	৪	১
		৯

অধ্যায়			পাদ			আহ্নিক
৫	...	...	১	...	...	২
৫	...	...	২	...	...	২
৫	...	...	৩	...	...	২
৫	...	...	৪	...	...	১
						৭
৬	...	...	১	...	...	৬
৬	...	...	২	...	...	২
৬	...	...	৩	...	...	৩
৬	...	...	৪	...	...	৪
						১৫
৭	...	...	১	...	...	২
৭	...	...	২	...	...	২
৭	...	...	৩	...	...	২
৭	...	...	৪	...	...	১
						৭
৮	...	...	১	...	...	২
৮	...	...	২	...	...	২
৮	...	...	৩	...	...	২
৮	...	...	৪	...	...	১
						৮৪

আমার নিকটে যে মহাভাষ্য আছে, তাহাতে আহ্নিক দেওয়া নাই। আমার ও আমার স্বর্গীয় পুত্রের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয় দয়া করিয়া এই আহ্নিক সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

এই সূত্র ও ভাষ্য রচনা অলৌকিক জ্ঞান ভিন্ন কোন মতে সম্ভব হয় না। উহা মনুষ্যের বুদ্ধির অতীত। সর্পোপাধিক ভগবান্ পতঞ্জলি গোনর্দ্দ পর্ব্বতে সংস্থাপিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাহার অপর একটী নাম গোনর্দ্দীয়।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভাষ্য লেখা শেষ হইলে মহর্ষি পাণিনির ঐ সর্পকে পুনর্ব্বার দেখার জন্য কৌতূহল জন্মিল। তিনি হঠাৎ ঐ গহ্বরের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন এবং দেখিলেন ঐ গহ্বরে আর সর্প নাই। উহা প্রচণ্ড অগ্নিশিখায় পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ঐ অগ্নি-শিখা মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার লিখিত ভাষ্যের কিয়দংশ দগ্ধ করিয়া ফেলিল। মহর্ষি কাঁদিতে লাগিলেন। তখন অগ্নি-শিখা হইতে এই শব্দ নির্গত হইল মহর্ষি আমি তোমাকে গহ্বরের দ্বার উন্মুক্ত করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। তুমি কেন তাহা করিলে। ভাষ্যের যে অংশ দগ্ধ হইয়াছে উহা পূরণ করার আর আমার সময় নাই। তুমি যখন ভাষ্য লিখিতেছিলে তখন তোমার পশ্চাতে বসিয়া এক যক্ষও বটপত্রে ভাষ্য লিখিতেছিল। তুমি তাহা জানিতে পার নাই। ভাষ্যের যে অংশ দগ্ধ হইয়াছে যক্ষের লিখিত বটপত্র হইতে তুমি তাহা পূরণ করিয়া লঁও। মহর্ষি তাহাই করিলেন। কিন্তু সমস্ত

পত্র সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। সুতরাং সমস্ত স্থান পূরণ হইল না। এই কারণে মহাভাষ্যের স্থানে স্থানে অলাগ আছে।

এই মহাভাষ্য-প্রণয়ন হইলে অষ্টাধ্যায়ী প্রচলিত হইল এবং লোকে তাহা বুঝিতে আরম্ভ করিল। কালক্রমে অষ্টাধ্যায়ীর কাশিকাবৃত্তি শব্দেন্দুশেখর তত্ত্ববোধিনী মনোরমা প্রভৃতি বহুতর টীকা ও মহাভাষ্যের ভাষ্য-প্রদীপাদি শব্দশাস্ত্রের বহুল গ্রন্থের প্রচার হয়। ঐ সকল গ্রন্থ আয়ত্ত করা এক জীবনে কুলায় না। আজীবন শব্দশাস্ত্র পাঠে বার আনা পঞ্চাশৎবর্ষ পাঠে আট আনা ও পঁচিশবর্ষ পাঠে চারি আনা বৈয়াকরণ হওয়া যায়। ইহার ন্যূনকাল পাঠে কেবল কতক গুলি শব্দ ও পদ সিদ্ধ করা যায়। কিন্তু শব্দশাস্ত্রের কিছু মাত্র জ্ঞান হয় না।

অষ্টাধ্যায়ী দুইভাগে বিভক্ত। লৌকিক ও বৈদিক। লৌকিকের অপর নাম ভাষা। এই লৌকিক ভাগ অবলম্বন করিয়া কলাপ, সুপদ্ম, মুগ্ধবোধ ও সংক্ষিপ্তসার প্রভৃতি বহুব্যাকরণ প্রণীত হইয়াছে। বৈদিকভাগ কেবল বেদেই ব্যবহৃত হইতেছে। এই অনন্ত সমুদ্রবৎ ব্যাকরণ বেদাঙ্গ এবং উহা বহু সহস্রবর্ষ-পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছে।

মহর্ষি পরম্পরা ও তৎপরে অসংখ্য লোকে উহা পাঠ করিয়া পণ্ডিত হইয়াছেন এবং উহার বহুবিধ টীকা টিপ্পনী করিয়াছেন কিন্তু কেহ কোন দিন স্বপ্নেও উহার সংস্কারের কথা ভাবেন নাই। মহাভাষ্যকার বলিয়াছেন—প্রমাণভূত আচার্য্যো দর্ভপবিত্রপাণিঃ শুচাবকাশে প্রাঙ্‌মুখ উপবিশ্য মহতা প্রযত্নেন সূত্রং প্রণয়তি স্ম তত্রাশক্যং বর্ণেনাপ্যনর্থকেন ভবিতুং কিং পুনরিয়তা সূত্রেণ। প্রমাণ স্থান আচার্য্য পাণিনি প্রাতঃকালে জপ-হোমাদির অবকাশ সময়ে দর্ভপবিত্রহস্তে পূর্ব্বমুখে বসিয়া মহৎ-প্রযত্ন দ্বারা সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার একটী বর্ণও অনর্থক হইতে পারে না। এতগুলি সূত্রের ত কথাই নাই। দেবাবতার ভগবান্ মহাভাষ্যকার এই পাণিনি সূত্রের একটী বর্ণেরও অনর্থকতা স্বীকার করেন নাই। সংস্কার ত দূরের কথা। সূত্রাধিকৃত সমস্ত শব্দের জ্ঞান ভগবান্ ভাষ্যকারের হইয়াছিল কিনা তাহা তিনিই বলিতে পারেন। মহর্ষি কাত্যায়ন বলিয়াছেন—অহঞ্চ ভাষ্যকারশ্চ কুশাগ্রীয়ধিয়াবুভৌ। নৈব শব্দাম্বুধেঃ পারং কিমন্যে জড়বুদ্ধয়ঃ॥ আমি এবং ভাষ্যকার এ উভয়ের বুদ্ধি কুশাগ্রের অপেক্ষাও সূক্ষ্ম কিন্তু আমরাও শব্দাম্বুধির পারে যাইতে পারি নাই। অন্য-জড়বুদ্ধির

ত কথাই নাই। এখন যদি এই ব্যাকরণার্ণব মন্থন করিয়া পারিজাতোদ্ভব কৌস্তুভমণির ন্যায় কেহ সংস্কার রূপ-রত্ন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন উত্তম।

মহাভাষ্যের যে অংশ উদ্ধৃত করা হইল উহা পাঠের সময় আমাদের চক্ষু হইতে জল পড়িয়াছিল। শাস্ত্র-প্রণয়নে অধ্যয়নে ও অধ্যাপনে যে শৌচব্রত ধারণের ব্যবস্থা মহর্ষিগণ করিয়া গিয়াছেন তাহা কি মধুর ও হৃদয়গ্রাহী। সংযমী হইয়া বেদ ও আর্ষগ্রন্থ পাঠে প্রতিশব্দে যে কি পবিত্রতা ও মধুরতা পাওয়া যায় তাহা অনির্ব্বচনীয়। উহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। যাহারা তাদৃশ শুচি হইয়া উহা পাঠ করিবেন তাহারা উহা অনুভব করিতে পারিবেন। শৌচব্রতধারণ না করিলে সাত্ত্বিকশাস্ত্রের স্ফুরণ হয় না। তবে ঐরূপ সংযমী না হইলে অসাত্ত্বিকশাস্ত্রের স্ফূর্ত্তির কোন বাধা নাই। যাহা ইচ্ছা তাহাই খাওয়া যখন ইচ্ছা তখনই পড়া পড়ান বা লেখা এরূপ করিলে সাত্ত্বিকশাস্ত্র ফলোপ-ধায়ক হয় না। বেদাধ্যাপনার সময় একজন দণ্ডী বলিয়াছিলেন যে যাহার বংশে ব্রহ্মণ্যদেবের লোপ হয় নাই সে বেদের পবিত্রতা ও মধুরতা অনুভব করিতে পারিবে অন্যথা পারিবে না।

নিরুক্তকার যাস্কাচার্য্য একাধিক ধাতু-সংযোগে যে সকল শব্দসিদ্ধ করিয়াছেন কোন কোন মহোদয় বলেন উহা কাল্পনিক। মহাভাষ্যকার একস্থানে বলিয়াছেন বেদমধীত্য ত্বরিতা বক্তারো ভবন্তি। বেদপাঠ করিয়া শীঘ্রই বক্তা হইয়া উঠে।

আমরা এই কয়েকটী মাত্র মত উদ্ধৃত করিলাম। ইহা দ্বারা এই উপলব্ধি হইবে যে প্রথমে এক সম্প্রদায় একটী ভ্রান্ত মত উদ্‌ভাবন করেন। পরবর্ত্তী সম্প্রদায় ঐ মতের কতক পরিবর্ত্তন করেন কতক দৃঢ়ীকৃত করেন এবং তৎসঙ্গে নিজের অভিনব মতও উদ্‌ভাবন করেন। এই প্রকারে তাহাদের মতামত চলিয়া আসিতেছে। তাহারা যখন যে মত উদ্‌ভাবন করেন ঐ মত ঠিক বলিয়া কিছুকাল প্রচলিত থাকে পরে আবার ক্রমে ক্রমে উহার পরিবর্ত্তন ঘটে। আমাদের বিবেচনায় এইরূপ ভ্রান্তমতের কারণ কেবল অনভিজ্ঞতা। এই অনভিজ্ঞতার কারণ অনেক। তন্মধ্যে আমরা নিম্নে কয়েকটী মাত্র কারণ উল্লেখ করিতেছি।

প্রথম। গ্রীক্ লাটীন্ প্রভৃতি প্রাচীনভাষা ও পাশ্চাত্য-প্রদেশের আধুনিক ভাষা-সম্বন্ধে তাহারা যে সমালোচনা করেন তৎসম্বন্ধে আমরা কোন কথা বলিব না। কারণ

ঐ সকল দেশ আমাদের মাতৃভূমি নহে ঐ সকল দেশে আমরা কখনও যাই নাই ঐ সকল দেশবাসীর জাতিগত বিবিধ-বিষয়ে আমাদের বিশেষ কোন জ্ঞান নাই এবং ঐ সকল দেশের ভাষায়ও আমাদের তাদৃশ অভিজ্ঞতা নাই। এরূপ অবস্থায় আমাদের তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলা সাহস মাত্র। আমরা এরূপ সাহসিক হইতে ইচ্ছা করি না। তবে সংস্কৃতভাষার সহিত ঐ সকল ভাষার সমালোচনায় আমরা অবশ্যই কথা বলার অধিকারী এবং কথা বলিতে পারি। কারণ সংস্কৃতভাষা হইতে ঐ সকল ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। যাহারা পাশ্চাত্য প্রভৃতি দেশে এখন সংস্কৃত আলোচনা করেন তাহাদের পূর্ব্বে কতিপয় ব্যক্তি এদেশে আসিয়া কিছু সংস্কৃত পড়িয়া স্বদেশে যাইয়া উহা প্রচার করেন। উহাই তাহাদিগের দেশে সংস্কৃত-আলোচনার মূল-ভিত্তি। কিন্তু এভাবে পড়িলে সংস্কৃত কিছুই পড়া হয় না। পৃথিবীতে যত প্রকার শিক্ষার প্রণালী আছে তন্মধ্যে টোলের পদ্ধতিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। একথা পূর্ব্বে কেহ স্বীকার করিতেন না। কিন্তু এখন কেহ কেহ স্বীকার করিতেছেন। টোলে না পড়িলে সংস্কৃত পড়া হয় না। বর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাকরণ-স্মৃতি-দর্শনাদি সকল শাস্ত্রে ন্যায়ানুগত বিচার

আছে। এই ন্যায়ানুগত বিচার বিরহিত হইয়া ব্যাকরণাদি শাস্ত্র পাঠ করিলে কোন ব্যুৎপত্তি হয় না। কেবল পাখীর ন্যায় কতকগুলি শব্দ বলিতে পারা যায় মাত্র। পাণিনীয়াদি-শব্দশাস্ত্র টোলে পড়িলে উহা যে কি অলৌকিক গ্রন্থ এবং উহাতে যে কি ন্যায় ও বিজ্ঞান আছে তাহার কথঞ্চিৎ জানা যায়। অন্যথা কেবল কতকগুলি শব্দ ও ধাতুরূপের আদর্শ কণ্ঠস্থ করিলে উহার কিঞ্চিন্মাত্রও জ্ঞান হয় না। তাহাদের টোলে পড়া নাই। ন্যায়ানুগত বিচারের সহিত পড়া নাই। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তাহাদের সংস্কৃত পড়াই হয় নাই।

দ্বিতীয়। তাহারা গ্রীক্ লাটীন্ প্রভৃতি ভাষা যেরূপে পড়েন সংস্কৃতও সেইভাবে পড়েন। গ্রীক্ লাটীন্ প্রভৃতি ভাষায় কিছুই অলৌকিকত্ব নাই। ন্যায়ানুগত কোন বিচারও নাই। কিঞ্চিদুপদেশ লইয়া ব্যাকরণ ও অভিধানের সাহায্যে নিজে নিজে ঐ সকল ভাষা আয়ত্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু নিজে নিজে সংস্কৃত পড়িলে প্রকৃতপক্ষে একেবারেই পড়া হয় না। যাহা গুরুর নিকট পড়া হয় না তাহাতে পোণর আনা ভুল থাকে। যাহা গুরুর মুখ হইতে শুনিতে হয় তাহা মূলে ভাষ্যে কিম্বা টীকায় পাওয়া যায় না। এই জন্যই গুরু সর্ব্বাপেক্ষা

মান্য ও শ্রেষ্ঠ। তাহাদের গুরুর মুখ হইতে শুনা হয় না সুতরাং তাহাদের পড়া ফলবতী হয় না। তাহাদের মতানুসারে যে পড়া শুনা তাহারা করেন তাহা তাহাদের নিকট সমীচীন বোধ হইতে পারে কিন্তু টোলের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ ঐ পড়া শুনা একেবারেই স্বীকার করিবেন না। কিম্বা ঐরূপ পড়া শুনা করিয়া তাহারা যাহা সিদ্ধান্ত করেন তাহাও উক্ত মহামহোপাধ্যায়গণ কোনমতে অনুমোদন করিবেন না।

তৃতীয়। যে জাতি যে শাস্ত্র যে ভাবে পড়েন পঠদ্দশায় অন্ততঃ হৃদয়ে তজ্জাতিত্বভাব প্রাপ্ত না হইলে এবং সেইভাবে না পড়িলে ঐ পড়াশুনা বৃথা হয়।

চতুর্থ। পাশ্চাত্য প্রভৃতি দেশের জ্ঞানালোক-দ্বারা সংস্কৃত শাস্ত্র দেখিলে প্রমা-জ্ঞান হইবে না। ভ্রান্তিদর্শন হইবে। সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোক-দ্বারা তৎশাস্ত্রোক্ত-পদার্থ দেখিতে হইবে। তাহা হইলে প্রমা-জ্ঞান হইবে অন্যথা হইবে না।

পঞ্চম। পড়ার অগ্রেই পাঠ্যগ্রন্থের বিচার করিতে গেলে অথবা না বুঝিয়া দোষোদ্ভাবন করার বৃত্তি হইলে একেবারেই পড়াশুনা হয় না।

ষষ্ঠ। যিনি নিজের ভাষায় যেরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত

হইয়াছেন উহাই ঠিক তদ্ভিন্ন জ্ঞান ভ্রান্তি-মূলক এরূপ ধারণা করিয়া যিনি অন্য ভাষা পড়িতে প্রবৃত্ত হন তাহার সে অধ্যয়ন ফলপ্রসূ হয় না।

সপ্তম। সংস্কৃত ভাষা দুই প্রকার। লৌকিক ও বৈদিক। জ্ঞানও দুই প্রকার লৌকিক ও বৈদিক। এই উভয় প্রকার জ্ঞানের পার্থক্য রাখা তাহাদের পক্ষে সম্ভব-পর নহে। যথা বায়ু শব্দ। বা গতিগন্ধনয়োঃ ঔনাদিক উন্ প্রত্যয়। ইহার লৌকিকার্থ শ্বসন স্পর্শন বায়ু সদাগতি ইত্যাদি অর্থাৎ এই বাতাস। বৈদিক অর্থ যাহার গতি ও কম্পনশক্তি আছে সেই বায়ু। এই অর্থে মনুষ্য বায়ু পশু বায়ু পক্ষী বায়ু স্রোতস্বতী নদী বায়ু মনোবায়ু ইত্যাদি অশেষ অর্থ হইবে।

অষ্টম। লৌকিক ও বৈদিকজ্ঞানের আধার অনন্ত-সমুদ্রবৎ সনাতন বেদ। উহার অর্থ-জ্ঞান হওয়া বড় দুরূহ ব্যাপার। যাহাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান পরিস্ফুট হয় নাই বহির্মুখ ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্মুখ করার শক্তি হয় নাই এবং শৌচব্রত-ধারণ করা হয় নাই তাহাদের বেদ-জ্ঞান হওয়ার কোন সম্ভব নাই। যাহাদের অষ্টাদশ বিদ্যায় অধিকার হয় নাই তাহারা বেদ-ব্যাখ্যানের অনধিকারী। তাহারা বেদ-ব্যাখ্যান করিতে গেলে বেদের ভয় হয় এবং বেদ মনে

করেন যে এব্যক্তি আমাকে প্রহার করিতে আসিতেছে। যথা প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃত-বশিষ্ঠঃ।

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি॥

তাহারা বেদসম্বন্ধে যে সমালোচনা করেন তাহা সায়ণাচার্য্যের ভাষ্যাবলম্বন করিয়াই করেন অথচ আবার স্থলবিশেষে তাহার দোষও আবিষ্কার করেন। মহামহোপাধ্যায় সায়ণ একজন অসাধারণ বৈদিক ছিলেন। তাহার সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত তত্তুল্য ব্যক্তি আর ভারতে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। তিনি চতুর্ব্বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের ভাষ্য করিয়া বেদকে সজীব রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি অন্বয়মুখে মন্ত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যদি তাহা না করিতেন তাহা হইলে একালে বেদ অবুদ্ধ থাকিত। ঐরূপ অন্বয় করা কাহারও শক্তি হইত না। তাহার অন্বয় ও ব্যাখা বেদ-প্রবেশের দ্বার-স্বরূপ। কারণ তাহার কিঞ্চিৎপরেই বেদের গুরুপরম্পরার লোপ হয়। সুতরাং বেদের দ্বার উন্মুক্ত করার এখন আর উপায়ান্তর থাকিত না। সায়ণাচার্য্য প্রধানতঃ যজ্ঞপক্ষে বেদের অর্থ করিয়াছেন। তিনি নিজে যাজ্ঞিক ছিলেন। যজ্ঞ রক্ষা করা তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যজ্ঞপক্ষে মন্ত্রার্থ অবগত না

হইয়া কোনও যাজ্ঞিকই যজ্ঞ করার অধিকারী হইতেন না। এ নিমিত্ত এবিষয়ে তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাহা হইলেও তাহার ভাষ্যে যেরূপ ইঙ্গিত আছে তদ্দ্বারা প্রাজ্ঞ ও ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তি অন্যান্যার্থ অনায়াসে করিয়া লইতে পারেন। বেদের তিন প্রস্থান আত্মবন্নৈরুক্তযাজ্ঞিকাঃ অধ্যাত্ম-প্রস্থান নৈরুক্ত-প্রস্থান ও যাজ্ঞিক-প্রস্থান। যদি সায়ণাচার্য্যের এই তিন প্রস্থানের অর্থ করিতে হইত তাহা হইলে এক বেদের ভাষ্য করিতেও তাহার জীবনে কুলাইত না। সুতরাং তিনি যজ্ঞপক্ষে অর্থ করিয়া অন্যান্য-পক্ষে কেবল মাত্র আভাস দিয়াছেন। ধ্যানশীল ব্যক্তির পক্ষে ঐ আভাসই যথেষ্ট। এমন মহান্ সায়ণাচার্য্যের দোষা-বিষ্করণ আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তাহার ভাষ্য অতি গভীর। সাহিত্য পড়ার মত পড়িলে উহা পড়া হয় না। কিম্বা তাহার ভাষ্য যে বেদের একমাত্র অর্থ তাহা মনে করাও চলে না। আমাদের বেদবিজ্ঞান-গ্রন্থে আমরা এবিষয় বিশদভাবে বলিয়াছি। সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য যে বেদের একমাত্র অর্থ নহে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস এখানে দেওয়া যাইতেছে। বেদ পরমেশ্বরের বাক্য। তিনি অনন্তজ্ঞানের আধার। সুতরাং তৎপ্রযোজ্য শব্দও অনন্ত অর্থের আধার। কাজে কাজেই বেদমন্ত্রও অনন্ত

অর্থের আধার। যাহার যতটুক শক্তি তিনি ততটুক অর্থ করিতে পারিবেন। যিনি যতটুক অর্থ করিবেন তাহাই যে কেবল মন্ত্রার্থ তাহা নহে। তদ্ভিন্ন আরও বহু অর্থ মন্ত্রে নিহিত থাকিবে। যাহার স্থূলবুদ্ধি তিনি একার্থ যাহার সুক্ষ্মবুদ্ধি তিনি একাধিকার্থ এবং যাহার অলৌকিক বুদ্ধি তিনি অনন্ত অর্থ করিতে পারিবেন। যথা ঋগ্বেদের প্রথম ঋকে অগ্নি শব্দ। এই অগ্নি শব্দে সমস্ত অগ্নির উপস্থিতি হইতেছে। সমস্ত অগ্নি কি। অগ্নির প্রথমতঃ দুই ভাগ। নিরুপাধিক অগ্নি ও সোপাধিক অগ্নি। সোপাধিক অগ্নির আবার তিনভাগ। দ্যুস্থানাগ্নি মস্তকস্থান ইন্দ্রাগ্নি মধ্যস্থান ও পার্থিবাগ্নি পাদস্থান। পার্থিবাগ্নির আবার চারিভাগ। ঐন্ধনাগ্নি দাবাগ্নি বাড়বাগ্নি ও জাঠরাগ্নি। জাঠরাগ্নির আবার ত্রয়োদশ ভাগ ইত্যাদি। সুতরাং ঐ ঋক্ এই সমস্ত অগ্নিতেই যাইবে। কিন্তু সায়ণাচার্য্য কেবল ঐন্ধনাগ্নি পক্ষে ঐ ঋকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্যকোন অগ্নিপক্ষে ব্যাখ্যা করেন নাই। তাহা হইলে ঐ ব্যাখ্যা যে একদেশ ব্যাখ্যা তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের স্থূলবুদ্ধি। আমাদের বহু অর্থাবিষ্কারের শক্তি নাই তথাপি আমাদের বেদ বিজ্ঞান-গ্রন্থে অন্যান্যাগ্নিপক্ষে যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করি-

য়াছি। এনিমিত্ত এস্থলে আর অধিককিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

পরিশেষে অতিশয় ক্ষোভের সহিত আমার বলিতে হইতেছে যে এই গ্রন্থ অনিচ্ছাপূর্ব্বক আমার লিখিতে হইল। এই গ্রন্থ লেখার ভার আমার প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র ও ছাত্র শ্রীমান্ জগদীশের উপর ছিল। যোগিগণ যেরূপ সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন তাদৃশ ঐ প্রিয়তম পুত্র আমাদিগের হৃদয়মণ্ডল ভেদ করিয়া অষ্টাদশবর্ষ চারিমাস বয়সে দেবলোকে গমন করিয়াছে। যোগিগণ যেমন সমস্ত প্রাণীকে অভয় দান করিয়াও কেবল একমাত্র নিজ-মণ্ডলভেদশঙ্কি-সূর্য্যের ভয় উৎপাদন করিয়া থাকেন আমার ঐ পুত্রও তাহাই করিয়াছে।

কৃতসংন্যসনাৎ প্রযচ্ছতোঽপ্যভয়ং ভূতগণায় যোগিনঃ।
নিজমণ্ডলভেদশঙ্কিনো ভয়মেকস্ত রবেরভূৎ যতঃ॥

তাহার করণীয় কার্য্য তাহার স্মরণার্থে আমার চতুঃষষ্ঠি বৎসর বয়সে করিতে হইল এবং এই গ্রন্থও তাহার নামকরণে প্রকাশিত হইল। এই অল্পবয়সে সে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিল এবং তাহাতে ফল ধরিয়াছিল। তাহাকে ব্যাকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া বেদাদি পর্য্যন্ত সঙ্গীতশাস্ত্র গ্রীক্ লাটিন্ পারসী ইংরাজী প্রভৃতি অধ্যয়ন করান

হইয়াছিল। সে যে কেবল অধ্যয়নে রত ছিল তাহা নহে অতিশয় নিষ্ঠাবান্‌ও ছিল। প্রত্যহ উষঃকালে শুচি হইয়া আমার সহিত একত্রে সন্ধ্যাহ্নিক চণ্ডীপাঠ ও মহাভারতপাঠ করিত এবং উহাতে তাহার দৃঢ় আসক্তি জন্মিয়াছিল। সে সত্ত্বগুণ প্রধান ও লোকপ্রিয় ছিল। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে প্রায় দুই বৎসরকাল পর্য্যন্ত তাহার বাক্‌-স্ফুরণ হইয়াছিল না। ইহাতে আমাদের এই সন্দেহ হয় যে হয়ত সে নূতন মানুষ অথবা মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত জড়ের ন্যায় কোন মহাপুরুষ হইবে। এই সন্দেহক্রমে একদিন অধ্যাপনার সময় তুমি নূতন মানুষ এইকথা আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম। আমার এই ভৎর্সনায় তাহার নেত্রোপান্তে বিদ্যুদম্বুদ-নিঃসৃত শীকরের ন্যায় বিন্দু বিন্দু জলকণা পতনোন্মুখ হইয়াছিল কিন্তু পতিত হয় নাই। উপনয়ন-সংস্কারের পরে যখন তাহাকে রীতিমত অধ্যয়ন করাইতে আমি প্রবৃত্ত হই তখন হইতে তাহার চারিত্র-মাধুর্য্য ঔদার্য্য অনাসক্তি ও স্থিরবৃত্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণের অঙ্কুর পরিলক্ষিত হয় এবং তখন হইতে আমার এই বিশ্বাস হয় যে এ মানুষ নয়। কোন মূর্ত্তিমান্‌ মহাপুরুষ হইবে। তাহার অন্তিম সময়ের ব্যাপারে আমার এই বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। এই বিশ্বাসেই আমরা হৃদয় সংযম...

করিয়া আছি এবং এই বিশ্বাসেই এখনও আমরা দুঃখাত্মক অনুহ্যমান জীবনভার বহন করিতেছি। ১৩১৭ সালের ২রা আষাঢ় উপবাসী থাকিয়া দশহরা-গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়াই তাহার জ্বর হয় এবং ঐ জ্বরেই ১০ই আষাঢ় তাহার পিতৃমাতৃক্রোড় হইতে বিচ্যুতি হয়। তাহাকে যে কালস্বরূপ জ্বরে আক্রমণ করিয়াছিল তাহা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কেহই অনুভব করিতে পারেন নাই। যখনই অনুভব হইল তখনই তাহার অবসান হইল। তাহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল। প্রকারান্তরে তাহার জীবনের শেষ দিন সে নিজেই নির্ণয় করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু তখন আমরা তাহা বুঝিতে পারি নাই। সে দেবাংশে জন্মিয়াছিল তাহার দেবাকৃতি ছিল এবং সে দেবলোকে গমন করিয়াছে। এই বিশ্বাসে আমরা হৃদয়কে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। তাহার অবসানের পরেই তাহার যে তৈজস মূর্ত্তি হইয়াছিল তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারি না। নিমেষ মাত্রে তাহার আপাদ-মস্তক সুবর্ণমণ্ডিত হইয়া গেল এবং এমন এক অপূর্ব্ব শোভা হইল যে তাহার জীবদ্দশায় ঐ প্রকার অপূর্ব্বরূপ আমরা কখনও দেখি নাই। অনেক শ্রীমান্ শ্রীমতী দেখিয়াছি কিন্তু কাহারও তাদৃশ শ্রী কখনও দেখি নাই।

ইহাই শাস্ত্রোক্ত তৈজস-মূর্ত্তি। তাহার ঐ অলৌকিক মূর্ত্তি দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমাদের এইরূপ বিশ্বাস হইল যে জগদীশ কখনই মানুষ নহে সে দেবতা। আমাদের পূর্ব্ব জন্মের কোন তপস্যার ফলে আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া সে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। আমাদের গৃহে জন্মপরিগ্রহ করিয়া আমাদের কুল পবিত্র করিয়া গেল। এই বিশ্বাসে আমরা হৃদয়ের আবেগ সম্বরণ করিয়া আছি। এমন পুত্রের জন্য কোন ক্ষোভ নাই। প্রকৃতপক্ষে সে আমাদিগকে পরিত্যাগ করে নাই এবং আমরাও তাহাকে পরিত্যাগ করি নাই কারণ সে সর্ব্বদাই আমাদের হৃদয়ে বিরাজমান আছে। যে অন্তঃকরণ হইতে যায় সে বিগ্রহবিশিষ্ট হইলেও প্রকৃতপক্ষে যায়। যে অন্তঃকরণ হইতে না যায় সে বিগ্রহ-শূন্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে যায় না। তথাপি তাহার অবসান লৌকিক দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। তাহা না হইলে এমন পুত্র কি যায়। এমন বিকচোন্মুখারবিন্দ কি অকালে শুষ্ক হয়। একেইত আমাদের সংক্ষেপে বলা অভ্যাস তাহাতে আমাদের এই দুর্ভাগ্য আরও সংক্ষেপ করিয়া দিল। যে বিষয়ে যতটুক বলা কর্ত্তব্য তাহা এই দুর্ভাগ্য বলিতে দিল না। ইতি শম্।

সম্পূর্ণ।